বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

২০২৪

প্রকাশক: অধিকার

প্রকাশকাল: ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরেছে। *অধিকার* এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ায় এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। *অধিকার* তার এই মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হয়েছে। এরমধ্যে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকার এবং তার দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে তা চরম আকার ধারন করে। জোর করে ক্ষমতায় থাকার জন্য শেখ হাসিনা সরকার সমস্ত রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করে। এমনকি বিচার বিভাগেও অযোগ্য এবং দলীয় লোকদের নিয়োগ দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করে। এই সময়ে হাসিনা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে কর্তৃত্ববাদী শাসন কায়েম করে। ২০১৪[১], ২০১৮[২] ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং সমস্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো অস্বচ্ছ, বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক করার মধ্যে দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়। ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাসিনার মূল কৌশল ছিল নিজের দলের প্রার্থীদের দিয়ে লোক দেখানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করানো। এইভাবেই আওয়ামী লীগের মূল প্রার্থী ও ডামি প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। সাবেক প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছোট বোন শেখ রেহানা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা, সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মী, সরকার সমর্থক সরকারী কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ অবৈধভাবে লুটপাট করে ও বিদেশে পাচার করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩]

২০২৪ সালের জুলাই থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত ছাত্র-জনতার ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায় কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকার। সরকারের বৈষম্যমূলক কোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে ছাত্ররা জুলাই থেকে গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এই

[১] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

[২] ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে যা ছিল নজিরবিহীন। নয়াদিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮;http://www.dailynayadiganta.com/more-news/376801; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/376825/;

[৩] যুগান্তর ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/crime/894415

আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার সমর্থক, পুলিশ-র‍্যাবসহ নিরাপত্তা বাহিনী নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে বহু মানুষকে হত্যা করে।

২০২৪ সালেও পুলিশ নির্যাতন করে বিএনপির নেতা-কর্মীদের হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মী দেশের বাইরে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।[৪] হাসিনা সরকার বিরোধী রাজনৈতিকদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। এই সময়ে বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল[৫], সাধারণ শিক্ষার্থী[৬] এবং দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠনের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও মিছিলে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়।[৭]

২০০৯ সালের জানুয়ারীতে হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে রাজনৈতিক আন্দোলন দমন[৮] ও ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠ রোধ করে জোর করে ক্ষমতায় থাকার জন্য গুমকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশে একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ২০২৪ সালেও এর ব্যতয় ঘটেনি। ১ জানুয়ারি থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত গুমের ঘটনা অব্যাহত ছিল।

এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অনেক সদস্যই মানবাধিকার লংঘন, আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও দায়মুক্তি ভোগ করে। এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নির্যাতন করে হত্যা,[৯] গুলি করে নাগরিকদের পঙ্গু করে দেওয়াসহ[১০] বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল।

নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে এই সময়ে। বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানের পাশাপাশি হাসিনা সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে মানবাধিকার কর্মী ও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছে।[১১]

---

[৪] মানবজমিন, ৮ মে ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=108871
[৫] মানবজমিন, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95555 , নয়াদিগন্ত, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/815443/
[৬] সমকাল, ১৪ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/227555
[৭] সমকাল, ১৫ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/227845/, মানবজমিন, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95555
[৮] সমকাল, ২৮ এপ্রিল ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-04-28/13/7356
[৯] মানবজমিন, ১৮ এপ্রিল ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=105963
[১০] সমকাল, ৩ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/244668/
[১১] প্রথম আলো, ১ জুন ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/km3ik8gwtu

এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থক এবং দুর্বৃত্তদের হামলা ও হয়রানির শিকার হয়েছেন।[১২] জুলাই-অগাস্ট মাসে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার সময়ে সাংবাদিকরা হত্যা[১৩], গ্রেফতার, নির্যাতন[১৪], হামলা[১৫], মামলা এবং হয়রানির শিকার হয়েছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়েও সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে।[১৬]

২০২৪ সালের ৫ আগাস্ট পর্যন্ত নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এই আইন মুক্ত সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার কর্মীদের কণ্ঠস্বর দমন করতে ব্যবহৃত হয়। এই আইন ব্যবহার করে সরকার বহু ভিন্নমতাবলম্বী মানুষকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখে।[১৭] ৫ অগাস্ট হাসিনা সরকারের পতন হলেও সেই সরকারের তৈরী সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ নিবর্তনমূলক আইনগুলো বহাল আছে এবং এই আইনগুলোর আওতায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যদিও সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।[১৮] অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইনের পরিবর্তে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের যে খসড়া প্রস্তুত করেছে তাতেও বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইনের প্রতিফলন ঘটেছে ।[১৯]

২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু ধর্মালম্বী নাগরিকদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ করা হয় এবং উপাসনালয়[২০] ও প্রতিমা[২১] ভাঙচুর করা হয়। বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে কথিত কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্টের সশস্ত্র দুবৃর্ত্তরা দুইটি ব্যাংক ডাকাতি ও একটি ব্যাংকের ম্যানেজারকে অপহরণ করার জের ধরে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী যৌথ অভিযানের নামে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিক বম সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন চালায়।[২২]

পুলিশের প্রতিবেদন অনুযায়ী হাসিনার পতনের পর দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার ১ হাজার ৪১৫টি অভিযোগের মধ্যে ৯৮ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে রাজনৈতিক এবং ১ দশমিক ৫৯ শতাংশ ঘটেছে

[১২] প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/o7u1e3ahpm
[১৩] যুগান্তর, ২২ অগাস্ট ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/841348/
[১৪] নয়াদিগন্ত, ২৭ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/851181/
[১৫] মানবজমিন, ৫ অগাস্ট ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=121371
[১৬] মানবজমিন, ৩০ অক্টোবর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=133718#gsc.tab=0
[১৭] প্রথম আলো, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/gr10jsa0zj
[১৮] যুগান্তর, ১ অক্টোবর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/859274
[১৯] কালবেলা, ১ জানুয়ারি ২০২৫; https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/khobor/152124
[২০] ডেইলী স্টার, ২৩ মার্চ ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/kali-temple-its-idol-damaged-kaharol-3573286
[২১] প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/0xchfg2mu5
[২২] https://amnesty.ca/urgent-actions/bangladesh-end-crackdown-on-indigenous-bawm-community/, ডেইলি স্টার, ৩০ এপ্রিল ২০২৪; https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-578566

সাম্প্রদায়িক কারণে।[২৩] এই সময়ে ৮৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৭০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।[২৪] এই সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাজার ভাঙ্গা ও হামলার ঘটনা ঘটে।[২৫]

২০২৪ সালে ভিন্নমতাবলম্বী এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকা এবং ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি, হুমকি, হয়রানি ও সহিংসতার[২৬] শিকার হয়েছেন।

২০২৪ সালের বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রস্তুতকালীন সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। জুলাই মাসে শিক্ষার্থীরা যে কোটা আন্দোলনের[২৭] সুত্রপাত ঘটায়, তার পরিপেক্ষিতে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ৫ অগাস্ট কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের পতন ঘটে এবং শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। জুলাই-অগাস্ট এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দমন করতে যেয়ে হাসিনা সরকার গণহত্যাসহ ব্যাপক মানবাধিকার লংঘন করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা এই সময়ে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি ছোঁড়ে। ঢাকার আশুলিয়াতে পুলিশ আন্দোলনকারীদের হত্যা করে লাশ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।[২৮] যাত্রাবাড়িতেও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শিশুসহ ৮৩৪ জন নিহত হয়েছেন।[২৯] গুলিবিদ্ধ আহতদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্র, শ্রমিক ও দিনমজুর।[৩০] জীবন রক্ষার্থে তাঁদের কারো হাত-পা বা অন্যকোন অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে।[৩১] এই আন্দোলন চলাকালে মোট ৪৪ জন পুলিশ নিহত হয়েছে বলে পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে।[৩২] সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে তার অধিকাংশ মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যরা আত্মগোপন করে। এরপর ৮ অগাস্ট শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নেয়। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

---

[২৩] প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারি ২০২৫; https://www.prothomalo.com/bangladesh/mkuwd4zi30

[২৪] মানবজমিন, ১১ ডিসেম্বর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=139435

[২৫] প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/8344iugroy

[২৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও দৈনিক কালবেলা'র মহেশখালী প্রতিনিধি রকিয়ত উল্লাহ কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য টেকলিন নামে একটি মালয়েশিয়ান কোম্পানি স্থানীয় কিছু দরিদ্র মানুষের জমি দখল করেছে বলে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এর জের ধরে মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের 'সুমিতোমো' নামে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মেজর (অব:) মশিউর রহমান গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রকিয়ত উল্লাহকে ডেকে নিয়ে একটি কক্ষে আটকে রেখে মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।[২৬]

[২৭] এই আন্দোলন মূলত সূচনা হয় ২০১৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। এই সময় সরকারি চাকুরিতে বিদ্যমান কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদের ব্যনারে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। এরপর তাঁদের ধারাবাহিক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে নসাৎ করার জন্য সরকার পুলিশকে ব্যবহার করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর টিয়ারশেল, পেলেট বুলেট ও জলকামান থেকে গরম পানি নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ করে । বর্তমান সময়ের মতো তখনও পুলিশের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করে । [২৭] এক সময় আন্দোলন পুরো ছাত্র সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পরলে বাধ্য হয়ে জাতীয় সংসদে কোটা বাতিলের ঘোষনা দেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর ২০২১ সালে এই পরিপত্র বাতিল চেয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পরিচয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়।

[২৮] মানবজমিন, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=125464#gsc.tab=0

[২৯] https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/56673_23399.pdf

[৩০] যুগান্তর, ২৮ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/831002

[৩১] ডেইলী স্টার, ১৯ অগাস্ট ২০২৪ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-606761

[৩২] ডেইলী স্টার, ২ অগাস্ট ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/police-hq-releases-names-and-details-slain-cops-3680371

প্রতিষ্ঠা হলেও এই সময়ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে সাদা পোষাকে অপারেশন চালানো, বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত হওয়া[৩৩] এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার লক্ষ্যে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার ১১ টি কমিশন গঠন করে।[৩৪] গুমের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন ও অনুস্বাক্ষর করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান, গুমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান এবং গুমের ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের সুপারিশ করতে সরকার পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। তদন্ত কমিশন তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তিকে মাথায় গুলি করে হত্যার পর লাশের সঙ্গে সিমেন্টভর্তি ব্যাগ বেঁধে ফেলে দেয়া হয় নদীতে। আবার কারও লাশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে ফেলে রাখা হতো রেল লাইনে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের ওপর চলতো ভয়াবহ নির্যাতন। গুমের শিকার ব্যক্তিদের অনেকের ওপর নির্যাতন করে অন্যদের নাম বের করা হতো। এই সব গুমের ঘটনার সঙ্গে র‍্যাব, পুলিশ, ডিবি, সিটিটিসি, ডিজিএফআই ও এনএসআই সম্পৃক্ত ছিল। নির্দেশদাতা হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পৃক্ততার প্রমান পেয়েছে কমিশন।[৩৫]

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিগত ১৫ বছর সময়কালে হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনামলের মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনে গণহত্যার অভিযোগ দায়েরের কার্যক্রম শুরু হয়।

হাসিনা সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এই সময়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, তাঁদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করে।[৩৬] বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় দলের কোন্দলে ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও হত্যার ঘটনা ঘটে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে বেতন বৃদ্ধি, বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ-সমাবেশ ও রাস্তা অবরোধ করেন।[৩৭] বিভিন্ন জায়গায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের গুলিতে একজন শ্রমিক নিহত হন।[৩৮]

---

[৩৩] সমকাল, ২ জানুয়ারি ২০২৫; https://samakal.com/chittagong/article/273269/
[৩৪] দৈনিক কালবেলা, ১৯ নভেম্বর ২০২৪; https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/lastpage/140479
[৩৫] প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/sx4ny5zfrd
[৩৬] নয়াদিগন্ত, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/861202/
[৩৭] প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/qn2mxikrte
[৩৮] সমকাল, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ; https://samakal.com/whole-country/article/256251/

২০২৪ সালেও গণপিটুনী দিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। হাসিনা সরকারের পতনের পর ব্যাপক জনরোষের কারণে গণপিটুনী দিয়ে হত্যার অনেকগুলো ঘটনা ঘটে।

পতিত সরকারের সময়ে দেশের কারাগারগুলোতে সাধারণ বন্দিদের পাশাপাশি রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে।[৩৯]

কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী ২০১৪[৪০], ২০১৮[৪১], ও ২০২৪[৪২] সালের অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করায় হাসিনা সরকারের শাসন পাকাপোক্ত হয় এবং কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৩] গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। এরপর থেকে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি সমর্থিত কিছু সংবাদ মাধ্যম বিভিন্নভাবে এই অভ্যুত্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলাসহ অন্যান্য মিথ্যা ও মনগড়া সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে যা বিভিন্ন ফ্যাক্ট চেকিংএর মাধ্যমে প্রমানিত হয়।[৪৪] এই মিথ্যা ও মনগড়া সংবাদগুলো এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময়েও প্রকাশিত হচ্ছে।

২০২৪ সালে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত ছিল। এই সময়ে বিএসএফ সদস্যরা বিজিবি সদস্য[৪৫] ও শিশু-কিশোর[৪৬]সহ সাধারণ বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন করে।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে দেশের অকার্যকর এবং পরাধীন বিচার ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সুরক্ষা দিত, কারণ তাদের হাতে বিচার বিভাগের রাজনৈতিক আনুগত্য ছিল। আইনজীবীসহ ছাত্র - জনতার গণ-বিক্ষোভ গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়ার পর প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ২০২৪ সালের ১০ অগাস্ট পদত্যাগ করেন।[৪৭]

---

[৩৯] নয়াদিগন্ত, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/817629/

[৪০] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা তখন কর্তৃত্বাদী হাসিনা সরকারের মন্ত্রী হয় এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলেও থাকে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479,

[৪১] https://www.anandabazar.com/national/sheikh-hasina-said-various-pending-issues-between-india-and-bangladesh-1.805857

[৪২] প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/politics/1w0z1a73m5

[৪৩] মানবজমিন, ১৮ মে ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=110355

[৪৪] নয়াদিগন্ত, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/864407/

[৪৫] ডেইলী স্টার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/bgb-soldier-killed-bsf-firing-3525926

[৪৬] ডেইলী স্টার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/16-year-old-bangladeshi-girl-shot-dead-bsf-moulvibazar-border-3693301

[৪৭] বিএসএস নিউজ, ১০ অগাস্ট ২০২৪; https://www.bssnews.net/news-flash/203245

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার অভাব এবং দমনমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পক্ষপাতিত্বের কারণে, লিঙ্গ-ভিত্তিক অপরাধের ঘটনাগুলিকে আড়ালে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। পারিবারিক সহিংসতা এবং ধর্ষণের ঘটনাগুলো আদালতে কমই আসতে দেখা গেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে ২০২৪ সালে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও এই সহিংসতা অব্যাহত ছিল। লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং নারী ও শিশুদের জন্য ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে উদাসীনতা বাংলাদেশে এমন একটি সমস্যা, যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এই সময় রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। এর ফলে জীবন বাঁচাতে সীমান্ত দিয়ে ২৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন।[৪৮] রোহিঙ্গা ছাড়াও মিয়ানমার থেকে চাকমা ও বড়ুয়া পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে।[৪৯] মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গাদের একটি নৌকা ডুবে গেলে নারী ও শিশুসহ ১০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়।[৫০]

রাষ্ট্রের ক্রমাগত হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের আইন ও মানদণ্ড অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেছে। *অধিকারএর* ২০২৪ সালের বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে (ক) কর্তৃত্ববাদী শাসক হাসিনার ১ জানুয়ারি থেকে ৫ অগাস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালের উল্লেখযোগ্য অংশ। দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে (খ) ৯ অগাস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত অর্ন্তবর্তী সরকারের সময়কালের উল্লেখযোগ্য অংশ। তৃতীয়ভাগে রয়েছে (গ) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হাসিনা এবং অন্তর্বর্তী সরকারেরর সময়ে অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো। উল্লেখ্য, ৫ থেকে ৮ অগাস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে কোনো সরকার ছিল না।

[৪৮] নয়াদিগন্ত, ১ অক্টোবর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/19654245
[৪৯] যুগান্তর, ১৯ নভেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/880597
[৫০] প্রথম আলো, ৬ অগাস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/yc83zwdh2q

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪ ..... ১০
(ক) প্রতিবেদনকাল: ১ জানুয়ারি থেকে ৫ অগাস্ট ২০২৪ ..... ১১
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ ১১
নির্বাচন কমিশন ও একদলীয় প্রহসনমূলক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১১
দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন ১২
বিরোধীদলের ওপর দমন-পীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা ১৪
ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ১৬
জুলাই-অগাস্টের ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন দমনে শেখ হাসিনা সরকারের নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ ১৮
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২২
গুম ২৪
মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২৫
নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন ২৭
ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৮
সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর নিপীড়ন ২৮
ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৯
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ২৯
(খ) অন্তর্বর্তীকালিন সরকার ৩১
প্রতিবেদনকাল: ৯ অগাস্ট-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ..... ৩১
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংস্কার ৩১
গুম ৩১
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৩৩
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও জবাবদিহিতার অভাব ৩৪
রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ৩৫
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ৩৭
নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন ৩৮
আদালত প্রাঙ্গনে অভিযুক্তদের ওপর হামলা ৩৯
তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা ৪০
মাজার ভাঙ্গা ও ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা ৪১
(গ) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর অন্যান্য মানবাধিকার লংঘন ৪২
মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার ৪২
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ৪৩
কারাগার ও মানবাধিকার ৪৩
প্রতিবেশী ভারত ৪৪
ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন ৪৪
ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ৪৬
হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার অভিযোগ- ৫ অগাস্ট এর পরবর্তী সময় ৪৮
নারীর প্রতি সহিংসতা ৪৯
ধর্ষণ ৪৯
যৌন হয়রনি ৫০
যৌতুক সহিংসতা ৫০
এসিড সহিংসতা ৫১
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘন ৫১
সুপারিশসমূহ: ৫৩

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪

জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০২৪*																
		শেখ হাসিনার সরকার								সরকার বিহীন পরিস্থিতি	অন্তর্বর্তীকালীন সরকার					
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট (১-৫)	আগস্ট (৬-৮)	আগস্ট (৯-৩১)	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	নির্যাতনে মৃত্যু	১	১	০	০	১	১	০	০	০	০	৫	১	১	০	১১
	গুলিতে নিহত	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	৪	০	০	০	৫
	পিটিয়ে হত্যা	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	২
	মোট	**১**	**১**	**০**	**২**	**১**	**১**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৯**	**১**	**১**	**১**	**১৮**
গণহত্যা		-	-	-	-	-	-	১৫৮১[৫১] / ৮৩৪[৫২]		-	-	-	-	-	-	-
গুম		০	০	২	৪	৪	০	১০	০	০	০	০	০	০	০	২০
কারাগারে মৃত্যু		১৫	১৫	১১	৬	৬	৮	২	০	০	৪	৫	৪	৩	৪	৮৩
মৃতুদণ্ডাদেশ		৩৬	৪৩	৩২	২৭	৩৭	৩০	২৮	০	০	১৮	১০	৩৮	৮	০	৩০৭
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	০	৪	৩	২	২	১	০	০	১	২	২	০	৫	২৪
	বাংলাদেশী আহত	০	১	৫	৫	৩	২	৫	২	০	২	০	১	২	১	২৯
	মোট	**২**	**১**	**৯**	**৮**	**৫**	**৪**	**৬**	**২**	**০**	**৩**	**২**	**৩**	**২**	**৬**	**৫৩**
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	০	০	৪	১	০	০	০	০	০	০	৫
	আহত	২৯	১৪	৮	১৫	১৪	৪	২৫	৮	০	৫	২	৩	৫	৩	১৩৫
	লাঞ্ছিত	২	২	২	৭	৬	০	২	০	০	০	০	২	২	২	২৭
	আক্রমন	০	০	৬	৩	১	০	২	০	০	০	০	১	২	০	১৫
	হুমকির সম্মুখীন	৯	২	৯	১	১	২	১	০	০	৩	০	০	১	২	৩১
	মোট	**৪০**	**১৮**	**২৫**	**২৬**	**২২**	**৬**	**৩৪**	**৯**	**০**	**৮**	**২**	**৬**	**১০**	**৭**	**২১৩**
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৬	৪	৮	৪	৫	১	১	৩৬	০	১৪	১৭	১২	৩	১০	১২১
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	২২	১৫	৮	৮	১৮	২০	১৪	৯৪	৪	৩৩	১৯	১৯	১০	৯	২৯৩
	আহত	১৫৫৫	৩৮৫	২০২	১৯৮	৮৯৭	৭৮৯	২২১৯	৭৩৪	৯	৪৬৭	৮৪৩	৪৫৯	২৫৬	৪৫৩	৯৪৬৬

* অধিকার ডকুমেন্টেশন (এই ছকে প্রদত্ত গনহত্যার তথ্য ব্যতীত অন্য সব তথ্য অধিকার নথিভুক্ত করেছে। তথ্যগুলো জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং মানবাধিকার কর্মীদের দ্বারা সংগৃহীত।)

[৫১] প্রথম আলো, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://en.prothomalo.com/bangladesh/pm7kcgunmb

[৫২] নিউ এইজ, ১৬ জানুয়ারী ২০২৫; https://www.newagebd.net/post/country/255515/

(ক) প্রতিবেদনকাল: ১ জানুয়ারি থেকে ৫ অগাস্ট ২০২৪

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ

১. বিগত প্রায় সাড়ে ১৫ বছর ধরে পতিত কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকার এবং তার দল আওয়ামী লীগ একটি চরম নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল। সে সময় নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি বিচার বিভাগেও অযোগ্য এবং দলীয় লোকদের নিয়োগ দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।

নির্বাচন কমিশন ও একদলীয় প্রহসনমূলক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

২. পতিত হাসিনা সরকার নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়; যা ছিল সংবিধান[৫৩] ও আন্তর্জাতিক আইনের[৫৪] পরিপন্থী। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং সমস্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচন অস্বচ্ছ, বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক করার মধ্যে দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এই অপকর্মে সরকারের অংশীদার হয়েছিল তৎকালিন নির্বাচন কমিশনগুলো।

৩. ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একতরফা ও প্রহসনমূলক করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের (বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর) ওপর সরকার ব্যাপক হামলা ও দমন-পীড়ন চালায়। প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বিলুপ্তকরণ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করে আসছিলো। বিএনপি ছাড়াও বামপন্থী, ইসলামপন্থী দলসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বর্জন করে। এই প্রহসনমূলক নির্বাচনের আগে সরকার নতুন নতুন দল (কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিত) তৈরি করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় এবং নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায়। এছাড়া এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক দেখানোর জন্য নিজ দলীয় নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী (ডামি প্রার্থী) হিসেবে দাঁড় করিয়ে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' করায়।[৫৫] আওয়ামী লীগ নিজ দলের মধ্যে নির্বাচনকে সীমাবদ্ধ রাখলেও নির্বাচনের আগেই সারা দেশে নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। দেশের অধিকাংশ ভোটার এই একতরফা নির্বাচন বর্জন করেন।[৫৬]

---

[৫৩] সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ বলা আছে 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

[৫৪] আইসিসিপিআর এর ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (আইসিসিপিআর) অনুস্বাক্ষর করেছে। এই ধরনের সাজানো ও বিতর্কিত নির্বচনী ব্যবস্থা আইসিসিপিআর এর লঙ্ঘন।

[৫৫] মানবজমিন, ২৭ নভেম্বর ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=85494

[৫৬] যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/760577/

পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার জামলা গাবতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুই ভোট প্রার্থীর এজেন্ট গণহারে সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ফেলছেন। ছবি: প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২৪

৪. নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সারা দেশে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে।[৫৭] সংঘর্ষের সময় হাতে বানানো বোমা বিস্ফোরণ, দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার,[৫৮] আওয়ামী লীগ এর অন্তর্দলীয় কোন্দলে বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।[৫৯]

দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন

৫. কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকার বিতর্কিত ও প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে জোর করে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। সাবেক প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছোট বোন শেখ রেহানা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ অবৈধভাবে লুটপাট করে বিদেশে পাচার করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) রূপপুরসহ নয়টি প্রকল্পে হাসিনা পরিবারের ৮০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি এবং শেখ হাসিনা ও সজিব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ৩০ কোটি মার্কিন ডলার (প্রায় ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা) পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে।[৬০] দুদক এই বিপুল পরিমান ডলার পাচারের তথ্য জানতে পেরেছে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাষ্টিসের মাধ্যমে।[৬১] প্রাথমিক অনুসন্ধানেই শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয়, শেখ রেহানা এবং রেহানার মেয়ে বৃটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে দুদক। এতে ব্যাপকভাবে দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।[৬২] আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী[৬৩], সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সমর্থক ব্যক্তিদের অবৈধভাবে উপার্জিত অঢেল সম্পদ ও টাকার মালিক হবার অভিযোগ রয়েছে।[৬৪] অবৈধভাবে উপার্জিত এই সমস্ত অর্থের একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৬৫]

---

[৫৭] যুগান্তর, ৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/760546
[৫৮] সমকাল, ১৪ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/227594
[৫৯] প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zwjxqjzw9o
[৬০] যুগান্তর, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/crime/894415
[৬১] সমকাল, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/271731/
[৬২] যুগান্তর, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/crime/894415
[৬৩] মানবজমিন, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=96539
[৬৪] সমকাল, ২৫ নভেম্বর ২০২৪/; https://samakal.com/bangladesh/article/266926/
[৬৫] যুগান্তর, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/776680

উদাহরণস্বরূপ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রাক্তন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যে ২০ কোটি ব্রিটিশ পাউন্ড (বাংলাদেশের টাকায় যার পরিমান ২৭৭০ কোটি টাকা) দিয়ে ৩৫০টির বেশি সম্পত্তি কিনেছে।[৬৬] সাবেক ভূমিমন্ত্রী অর্থ পাচারের মাধ্যমে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পত্তি গড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৬৭]

৬. হাসিনা সরকার সমর্থক অলিগার্করা দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক ক্ষতি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই কারণে অনেকগুলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রায় দেউলিয়া হয়ে গেছে।[৬৮] এরমধ্যে ঋণ জালিয়াতি করে রাষ্ট্রীয়মালিকানাধীন জনতা ব্যাংকে ব্যাপক লুটপাট করেছে আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ট ব্যবসায়ীরা।[৬৯] বেসরকারী খাতের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) লুটপাট করেছে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রাক্তন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।[৭০]

৭. দেশে দুর্নীতির ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করলেও দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান[৭১] হিসেবে কাজ করতে দেয়া হয় নাই। দুদকের শীর্ষ পদগুলোতে পতিত আওয়ামী লীগ সরকার তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল। সাবেক সরকারের নির্দেশে তারা দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 'ইচ্ছা অনুযায়ী' পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির ব্যাপারে লোক দেখানো অনুসন্ধান করলেও এইসব তদন্তের বেশির ভাগ ফলাফল পরবর্তীতে আর আলোর মুখ দেখেনি। অনেকের দুর্নীতির অনুসন্ধান দুদকে ফাইল বন্দি অবস্থায় রয়েছে।[৭২] মামলায় অভিযুক্ত হলেও দুদক তাদের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।[৭৩] হাসিনার পতনের পর গত ২৯ অক্টোবর দুদকের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ মইনুউদ্দীন আবদুল্লাহ, কমিশনার আছিয়া খাতুন ও জহুরুল হক পদত্যাগ করলে নতুন কমিশন গঠিত হয়। এরমধ্যে জহুরুল হকের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক।[৭৪]

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৮. হাসিনা সরকার আইন বা মানবাধিকার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কখনোই কোনো প্রকার সম্পৃক্ততা ছিলনা এইরকম অনুগত ও সুবিধাভোগি সাবেক আমলাদের নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করে।[৭৫] এর ফলে

---

[৬৬] https://www.bloomberg.com/graphics/2024-bangladesh-land-minister-uk-property/

[৬৭] আলজাজিরা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.aljazeera.com/news/2024/9/20/how-a-bangladesh-minister-spent-more-than-500m-on-luxury-property

[৬৮] প্রথম আলো, ৭ মে ২০২৪; https://www.prothomalo.com/business/bank/r9pxwzvq2n

[৬৯] প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/business/bank/5n8qienevv

[৭০] যুগান্তর, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/889739

[৭১] দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ (সংশোধিত) ২০১৬ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'।

[৭২] যুগান্তর, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/776678

[৭৩] সমকাল, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/224314/

[৭৪] যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ; https://www.jugantor.com/tp-second-edition/897431

[৭৫] জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এ 'চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ ইত্যাদি শিরোনামে ৬(২) ধারায় বলা হয়েছে, আইন বা বিচারকার্য, মানবাধিকার, শিক্ষা, সমাজসেবা বা মানবকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে হইতে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, এই ধারায় বিধান সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

কমিশনগুলো তৎকালিন সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে। কর্তৃত্ববাদী আওয়ামীলীগ সরকারের সময়ে দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে লঙ্ঘিত হওয়া এবং গুম, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও সরকারের অনুগত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনগুলোর কাছ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভুক্তিভোগীরা কোনই প্রতিকার পায়নি। এমনকি জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় নজীরবিহীন মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা রাখেনি। বরং তৎকালিন সরকারের পক্ষে অবস্থান নেয়। অথচ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে দাতাসংস্থাগুলো বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুদান প্রদান করেছিল। ২০২২ সালের ৮ ডিসেম্বর সরকার সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদকে চেয়ারম্যান এবং সাবেক সচিব সেলিম রেজাকে সার্বক্ষণিক সদস্য ও পাঁচজনকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়।[৭৬] কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদ বিভিন্ন আলোচনায় মানবাধিকার উন্নয়নে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী পতিত হাসিনা সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৭৭] ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতনের পর ভোল পাল্টিয়ে এই কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। কিন্তু ব্যাপক সমালোচনার মুখে ৭ নভেম্বর কমিশন চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদসহ সকল সদস্য পদত্যাগ[৭৮] করতে বাধ্য হলেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে এই রিপোর্ট প্রকাশকালীন সময় পর্যন্ত নতুন কমিশন গঠন করা হয়নি এবং আইন সংশোধন করে কমিশনকে কার্যকরী করার উদ্যোগও নেয়া হয়নি।

বিরোধীদলের ওপর দমন-পীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা

৯. ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত বিরোধী দলের নেতা-কর্মী, ভিন্নমতাবলম্বী ও ছাত্র জনতার ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়েছে কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকার। প্রতিটি প্রহসনমূলক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাসিনা সরকার বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে যাতে তাঁরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে না পারেন। এই সময়ে পুলিশ নির্যাতন করে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্বাচনের পরে গ্রেফতার না হওয়া বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়ে নিম্ন আদালতে হাজির হতে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মামলা জামিনযোগ্য হলেও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং সেশন জাজেস কোর্ট (নিম্ন আদালত) তাঁদের জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠায়।[৭৯] গ্রেফতার পরবর্তীতে আদালত থেকে জামিন পেলেও কারাগার থেকে মুক্তি পেতে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হন বিরোধী দলের নেতাকর্মী এবং ভিন্নমতাবলম্বীরা। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (ডিজিএফআই), ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্স (এনএসআই) এবং পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) এর সদস্যরা কারাগারে অবস্থান নিয়ে

[৭৬] প্রথম আলো, ৯ ডিসেম্বর ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/4cdbrwgbny
[৭৭] সমকাল, ৭ মে ২০২৩; https://samakal.com/world-australia/article/2305171200/
[৭৮] প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/hvtrvmy3n8
[৭৯] নয়াদিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০২৪ ; https://www.dailynayadiganta.com/city/830340/ , মানবজমিন ২৫ এপ্রিল ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=107049

আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পরও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের উপর নজরদারী এবং মুক্তির সময়ে বাধার সৃষ্টি করে।[৮০] ২৩ এপ্রিল যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম নিরব আদালত থেকে জামিন পেয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে আসার পর তাঁকে অন্য একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে পুনরায় জেলের ভেতরে পাঠানো হয়। এর আগেও আদালত থেকে নিরব জামিন পেয়ে ২০ মার্চ কারাফটকে আসলে তাঁকে পুরানো মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।[৮১] অবশেষে ১৬ মাস কারাভোগের পর ২১ জুন নিরব কারাগার থেকে মুক্তি পান।[৮২] পুলিশ সাইফুল ইসলাম নিরবের বিরুদ্ধে ৪৫৪টি রাজনৈতিক মামলা দায়ের করে। এরমধ্যে ৭টি মামলায় নিরবকে ২১ বছরের সাজা দেয় আদালত।[৮৩] জামিনের পর পুনরায় গ্রেফতার ছিল তৎকালীন সরকারের বহুল ব্যবহৃত একটি কৌশল।

১০. পুলিশের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে।[৮৪] বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওপর পুলিশের গ্রেফতার হয়রানীসহ নির্যাতন চালানোর এবং নেতা-কর্মীদের বাড়িতে খুঁজে না পেয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওপর ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের হামলা চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৮৫] উদাহরণস্বরূপ বিরোধী দলের কর্মীকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[৮৬] উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে আসলেও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের নতুন করে অন্য মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে পুলিশ তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আদায় করেছে।[৮৭] উচ্চ আদালত থেকে জামিনে থাকা অবস্থায় নিম্ন আদালতে হাজিরা দিতে গেলে আদালত প্রাঙ্গন থেকে পুলিশ তাঁদেরকে গ্রেফতার করেছে এমন ঘটনাও ঘটেছে।[৮৮] ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরাও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছে।[৮৯]

১১. বিরোধীদলের নেতা-কর্মীরা এক সঙ্গে কয়েকজন ভ্রমন করলে বা রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে তাঁদেরকে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে নাশকতার পরিকল্পনা করছে এইরকম অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।[৯০] এই ধরণের গ্রেফতার বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সভা-সমাবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

১২. ৭ জানুয়ারি প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধীদলের ১৮০০ জন নেতা-কর্মীকে কারাদণ্ড দেয়া হয়।[৯১] নির্বাচনের পরও এইধারা অব্যাহত থাকে।[৯২] রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মী দেশের বাইরে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফলে যে সব দেশের নাগরিকরা

[৮০] নিউ এজ, ১৩ মার্চ ২০২৪; https://www.newagebd.net/article/227819/
[৮১] মানবজমিন, ৩০ এপ্রিল ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=107754
[৮২] যুগান্তর, ২২ জুন ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-news/818982
[৮৩] মানবজমিন, ৩০ এপ্রিল ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=107754
[৮৪] নয়াদিগন্ত, ১৫ মে ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/city/835059/
[৮৫] যুগান্তর, ২০ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-second-edition/765182
[৮৬] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/1fmn9hdmqi
[৮৭] নয়াদিগন্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪' https://www.dailynayadiganta.com/more-news/812438/
[৮৮] নয়াদিগন্ত, ২২ এপ্রিল ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/politics/829710/
[৮৯] নয়াদিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/politics/830487/
[৯০] নয়াদিগন্ত, ২০ এপ্রিল ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/city/829114/
[৯১] প্রথম আলো, ৩০ মে ২০২৪; https://www.prothomalo.com/politics/5lmvvaqy6n
[৯২] প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ https://www.prothomalo.com/bangladesh/k04856iz8z

সবচেয়ে বেশি অভিবাসী হয়েছেন সেই বৈশ্বিক তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দাঁড়ায় ষষ্ঠতে। ২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর দিয়ে অবৈধভাবে ইউরোপে পাড়ি জমানোর সময় ভূমধ্যসাগরে ডুবে যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের ১২ ভাগই ছিলেন বাংলাদেশী।[৯৩] ইউরোপীয় বর্ডার এন্ড কোস্টগার্ড এজেন্সী ফ্রন্টটেক্স এর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ভূমধ্যসাগর দিয়ে অবৈধভাবে ইউরোপে সীমান্ত পারাপারে ২৫০০০ বেশী ঘটনা ধরা পড়েছে, যেই তালিকায় বাংলাদেশ (৫৬৪৪) শীর্ষে রয়েছে।[৯৪] আশ্রয়প্রার্থীরা তাঁদের আবেদনগুলোতে তৎকালিন কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে বিরোধী রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে গ্রেফতার, নির্যাতন ও মামলা দায়েরসহ নানা ধরনের হয়রানির বিষয় উল্লেখ করেন।[৯৫]

১৩. ২০২৪ সালে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী রাজনৈতিকদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। সভা সমাবেশ বা মিছিল করার জন্য পুলিশের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ এবং আইসিসিপিআর'র ২১ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই সময়ে বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল[৯৬], সাধারণ শিক্ষার্থী[৯৭] এবং দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠনের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও মিছিলে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়েছে।[৯৮]

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

১৪. ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত হাসিনার শাসনামলে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১৯৯ জন নিহত ও ৬৯৭৯ জন আহত হয়েছেন।

১৫. ২০২৪ সালে পুনরায় অগ্রহণযোগ্য ও প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর তাদের নেতা-কর্মীরা বেপরোয়া হয়ে উঠে। এই সময় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগসহ অন্যান্য অংগ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ পাওয়া যায়। এইসব দুর্বৃত্তদের আগ্নেয়াস্ত্রও সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।[৯৯]

১৬. আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হত্যাসহ বিভিন্ন সহিংসতার সঙ্গে জড়িত থাকলেও অধিকাংশই দায়মুক্তি ভোগ করে।[১০০] আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা শিশু-কিশোরদের সংগঠিত করে 'কিশোর গ্যাং' বানিয়ে তাদের দিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে।[১০১] ফলে কিশোর গ্যাং এর সদস্যরা আওয়ামী

---

[৯৩] মানবজমিন, ৮ মে ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=108871

[৯৪] ঢাকা ট্রিবিউন, ৩০ জুলাই ২০২৪; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/353080/

[৯৫] মানবজমিন, ৮ এপ্রিল ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=105131

[৯৬] মানবজমিন, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95555, নয়াদিগন্ত, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/815443/

[৯৭] সমকাল, ১৪ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/227555/

[৯৮] সমকাল, ১৫ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/227845/ মানবজমিন, ৩০ জানুয়ারী ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95555

[৯৯] যুগান্তর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-second-edition/776117

[১০০] নয়াদিগন্ত, ২ এপ্রিল ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/825887/

[১০১] প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/v4neoxf6jf

লীগের ছত্রছায়ায় হত্যা, চাঁদাবাজি, জমি দখল, ছিনতাই, যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল।[১০২]

১৭. আওয়ামী লীগের নেতারা বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সংসদ সদস্য হয়। ফলে জনগণের প্রতি তাদের কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। অনেক সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে চোরাচালান ও অবৈধ মাদকদ্রব্য পাচারসহ নানা ধরনের ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগ ছিল। কিন্তু দায়মুক্তির কারণে তারা এই ধরনের অপকর্ম চালিয়ে গেছে।[১০৩]

১৮. আওয়ামী লীগ ও এর অংগ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দলের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে টর্চার সেল বানানোর অভিযোগ রয়েছে।[১০৪] তাদের বিরুদ্ধে সরকারি[১০৫] ও সাধারণ নাগরিকদের জমি দখল[১০৬], দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সরকারিদলের প্রার্থীকে ভোট না দেয়ায় কৃষকের হাত-পা ভেঙে বাড়িছাড়া[১০৭] করা, স্বর্ণ চোরাচালন, মাদক ব্যবসা, অস্ত্র সরবরাহ, অর্থলুট, ছিনতাই, অন্যের সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল, পাহাড় কেটে পরিবেশ ধ্বংস করা, শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়নসহ[১০৮] বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতার ঘটনায় থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলা গ্রহণ করেনি।[১০৯]

গাজীপুরে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষকে অস্ত্র উঁচিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শনকারী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা। ছবি: ২১ এপ্রিল ২০২৪

১৯. ২০২৪ সালে বিভিন্ন জায়গায় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আওয়ামী লীগের নেতাদের[১১০] আশ্রয় প্রশ্রয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সহিংসতা চালালেও তারা দায়মুক্তি ভোগ করে। এইসব ঘটনায় শিক্ষা

[১০২] যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল ২০২৪; https://www.jugantor.com/index.php/tp-last-page/796054/
[১০৩] প্রথম আলো, ৩ জুন ২০২৪; https://en.prothomalo.com/bangladesh/politics/7k0gkco7xv
[১০৪] প্রথম আলো, ১৫ জানুয়ারি ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=151651f9b68&eid=1&imageview=0&epedate=15/01/2024&sedId=1, যুগান্তর, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/776355/
[১০৫] মানবজমিন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=98315
[১০৬] যুগান্তর, ৯ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-second-edition/782749
[১০৭] যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/779166/
[১০৮] নয়াদিগন্ত, ২১ এপ্রিল ২০২৪;; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/829343/
[১০৯] সমকাল, ১১ জুন ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/241694/
[১১০] সমকাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-02-17/1/5921

প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি।[১১১] আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।[১১২]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের একাধিক গ্রুপের সংঘর্ষ চলাকালে রামদা, লাঠসোটা নিয়ে মুখোশ ও হেমলেট পরা নেতাকর্মী। ছবি: সমকাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল হলের সামনে রামদা হাতে ছাত্রলীগ কর্মী নাইম আরাফাত। ছবি: প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

জুলাই-অগাস্টের ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন দমনে শেখ হাসিনা সরকারের নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ

২০.২০২৪ সালের জুলাই মাসে শিক্ষার্থীরা যে কোটা আন্দোলনের[১১৩] সুত্রপাত ঘটায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ৫ অগাস্ট কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের পতন ঘটে এবং শেখ হাসিনা ভারতে

[১১১] প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1923607c823&eid=1&imageview=0&epedate=19/02/2024&sedId=1

[১১২] সমকাল, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/223286/

[১১৩] এই আন্দোলন মূলত সূচনা হয় ২০১৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। এই সময় সরকারি চাকুরিতে বিদ্যমান কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদ' এর ব্যানারে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। এরপর তাঁদের ধারাবাহিক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে নসাৎ করার জন্য সরকার পুলিশকে ব্যবহার করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর টিয়ারশেল, পেলেট বুলেট ও জলকামান থেকে গরম পানি নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ করে। বর্তমান সময়ের মতো তখনও পুলিশের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করে। এক সময় আন্দোলন পুরো ছাত্র সমাজের মধ্যে

পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ-র‍্যাবসহ নিরাপত্তা বাহিনী নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে বহু নিরস্ত্র আন্দোলনকারী ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করে।

২১. ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষার্থীদের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করতে তৎকালীন সরকার ১৫ জুলাই তার সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ[১১৪], যুবলীগ[১১৫], স্বেচ্ছাসেবক লীগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ১৬ জুলাই রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে সাব ইন্সপেক্টর ইউনুস আলী নামে এক পুলিশ সদস্য সরাসরি গুলি করে হত্যা করে।[১১৬] আবু সাইদকে হত্যার পর সারা দেশে ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসলে তাঁদের ওপর পুলিশ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা একের পর এক হামলা চালাতে থাকে। সরকার এই সময় পুলিশ, বিজিবি ও বিশেষায়িত বাহিনী 'সোয়াট'কে ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে।[১১৭] এই সময়ে ছাত্র জনতার আন্দোলন দমন করার জন্য জাতিসংঘের নামযুক্ত সাঁজোয়া যান ব্যবহার করা হয়।[১১৮] আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর নৃশংস হামলা চরম আকার ধারন করলে স্থানীয় সাধারণ জনগণ, এমনকি শ্রমিক ও রিক্সাচালকরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।[১১৯] আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা এই সময় আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি ছোঁড়ে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে ১১ জুলাই পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। ছবি: সমকাল, ১২ জুলাই ২০২৪

ছড়িয়ে পরলে বাধ্য হয়ে জাতীয় সংসদে কোটা বাতিলের ঘোষনা দেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর ২০২১ সালে এই পরিপত্র বাতিল চেয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পরিচয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়।

[১১৪] সমকাল, ১৬ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/education/article/246859/

[১১৫] প্রথম আলো, ২ অগাস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/djik2als3t

[১১৬] সমকাল, ২৫ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/247614/

[১১৭] সমকাল, ১৯ জুলাই ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-07-19/1/6379

[১১৮] ডিডাব্লিউ নিউজ, ২৩ জুলাই ২০২৪; https://www.youtube.com/watch?v=TMF9dWjg8P0, বিবিসি বাংলা ২৫ জুলাই ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/c0w42xq6w6lo

[১১৯] প্রথম আলো, ৩ অগাস্ট ২০২৪; https://en.prothomalo.com/bangladesh/5f2383k13v

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি চাকুরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা। ছবি: যুগান্তর, ১৬ জুলাই ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে তিন ব্যক্তিকে অস্ত্র হাতে গুলি ছুঁড়তে দেখা যায়। ছবি: প্রথম আলো, ১৬ জুলাই ২০২৪

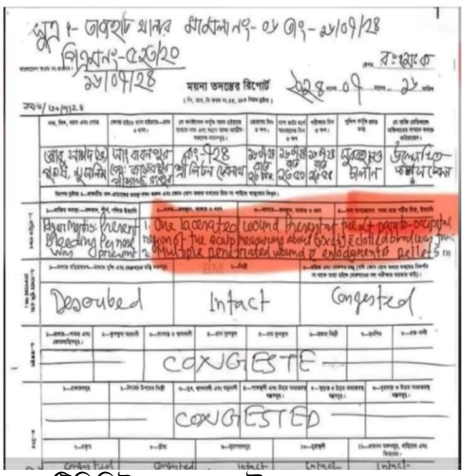

আবু সাঈদ ও তাঁর ময়নাতদন্ত রিপোর্ট। ছবি: সময়টিভিনিউজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

২২. জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে[১২০] রেখে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় সরকার। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা হেলিকপ্টার থেকে ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে গুলি করে এবং তাঁদের হত্যা করে।[১২১] এমনকি পুলিশের সাঁজোয়া যানে গুলিবিদ্ধ ইয়ামিন নামে একজন শিক্ষার্থীর পা

[১২০] প্রথম আলো, ০৪ অগাস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/5h6t8ay1rl

[১২১] যুগান্তর, ২২ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/833728

চাকার সঙ্গে আটকে গেলে পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে সড়ক বিভাজনের অন্য পাশে ফেলে দেয়।[১২২] এই সময় গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে নেয়ার সময় পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বাধা দিলে আহত অনেক শিক্ষার্থীদের মৃত্যু ঘটে।[১২৩] ১৯ জুলাই এর পর থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্বিচার গুলিতে ১১ বছরের শিশু সামির[১২৪], ৪ বছরের শিশু আবদুল আহাদ[১২৫], ৬ বছরের শিশু রিয়া গোপ[১২৬] এবং ১৫ বছরের শিশু মোহাম্মদ রাসেল[১২৭]সহ ১০৫ জন শিশু নিহত হয়। ঢাকার আশুলিয়াতে পুলিশ আন্দোলনকারীদের হত্যা করার পর তাঁদের লাশগুলো ভ্যানে স্তুপ করে রেখে সেটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।[১২৮]

গুলিবিদ্ধ নাফিজকে রিকশার পাদানিতে তুলে দেয়া হয়। তখনো রড ধরে রেখেছিল নাফিজ। পত্রিকায় এই ছবি দেখেই মা-বাবা হাসপাতালের মর্গে খুঁজে পান ছেলের মরদেহ। ছবি: প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০২৪

পুলিশ গুলিবিদ্ধ ইয়ামিনকে ভ্যান থেকে ফেলে দেয়। ছবি: প্রথম আলো, ১৫ অগাস্ট ২০২৪

[১২২] প্রথম আলো, ১৫ অগাস্ট ২০২৪; https://en.prothomalo.com/bangladesh/egizjx62l6, ঢাকা ট্রিবিউন, ১৬ অগাস্ট ২০২৪; https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/83900/

[১২৩] প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/912ltfqs3i

[১২৪] প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/pfu6f47u5m

[১২৫] প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ghkm45mjr7

[১২৬] প্রথম আলো, ২৫ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/cmpqn5yw59

[১২৭] নিউ এইজ, ৩০ জুলাই ২০২৪; https://www.newagebd.net/post/country/241261/

[১২৮] মানবজমিন, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=125464

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গুলিতে নিহত হয়েছিল শিশু আব্দুল আহাদ, রিয়া গোপ। ছবি: প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০২৪ এবং ২৫ জুলাই ২০২৪

২৩. জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্বিচার ও টার্গেট করে গুলিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে হিসাব অনুযায়ী ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শিশুসহ ৮৩৪ জন নিহত[১২৯] হন। এছাড়া গুলিবিদ্ধ আহতদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্র, শ্রমিক ও দিনমজুর। এরমধ্যে কমপক্ষে ৫৫০ জনের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে[১৩০]। জীবন রক্ষার্থে তাঁদের কারো হাত-পা বা অন্যকোন অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে।[১৩১] এই আন্দোলন চলাকালে মোট ৪৪ জন পুলিশ নিহত হয়েছে বলে পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে।[১৩২]

বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড

২৪. **২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত (জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনে গণহত্যা বাদে) ৬ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এরমধ্যে ৪ জন নির্যাতনে নিহত, গুলিতে ১ জন এবং ১ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। নির্যাতনে নিহত ৪ জনের মধ্যে ৩ জন পুলিশ কর্তৃক এবং ১ জন র‍্যাব কর্তৃক নিহত হন। পুলিশ ১ জনকে গুলি করে এবং ১ জনকে পিটিয়ে হত্যা করে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির খসড়া তালিকা অনুযয়ী জুলাই-অগাস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ১৫৮১ জন নিহত হয়েছেন।[১৩৩] মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শিশুসহ ৮৩৪ জন নিহত হয়েছেন।[১৩৪]**

নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও হেফাজতে মৃত্যু

২৫. শেখ হাসিনা তার কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে বিগত ১৫ বছরের বেশী সময় ধরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ অন্যান্য দলের নেতা-কর্মী এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালায়। ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অনেক সদস্যই

[১২৯] নিউ এইজ, ১৬ জানুয়ারী ২০২৫; https://www.newagebd.net/post/country/255515/
[১৩০] ডেইলী স্টার, ১৯ অগাস্ট ২০২৪ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-606761
[১৩১] যুগান্তর, ২৮ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/831002
[১৩২] ডেইলী স্টার, ১৮ অগাস্ট ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/police-hq-releases-names-and-details-slain-cops-3680371
[১৩৩] প্রথম আলো, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, https://en.prothomalo.com/bangladesh/pm7kcgunmb
[১৩৪] নিউ এইজ, ১৬ জানুয়ারী ২০২৫; https://www.newagebd.net/post/country/255515/

মানবাধিকার লংঘন, আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও দায়মুক্তি ভোগ করে। ২০১৩ সালে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাশ হওয়ার পরও দেশে ব্যাপকভাবে নাগরিকদের ওপর নির্যাতন এবং মর্যাদাহানিকর আচরণের ঘটনা ঘটলে গণমাধ্যমের ওপর চাপ থাকার কারণে তার খুব সামান্যই তৎকালীন সময়ে জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি একতরফা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন করার জন্য ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর পরিকল্পিতভাবে বিএনপি'র মহাসমাবেশে হামলা চালানোর পর থেকে সারা দেশে নির্বিচারে গ্রেফতারী অভিযানসহ বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপরে নানা ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন চালায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা।[১৩৫]

২৬. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নির্যাতন করে হত্যা,[১৩৬] গুলি করে পঙ্গু করে দেয়া[১৩৭] নির্যাতনে অন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যক্তি পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করায় ভিকটিমের বিরুদ্ধে পুলিশ মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে করা মামলা উঠিয়ে নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা[১৩৮], অভিযুক্তকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী সন্তানকে নির্যাতন করে টাকাসহ স্বর্ণলংকার ছিনিয়ে নেয়া,[১৩৯] পরিবহন সেক্টর থেকে চাঁদা আদায়[১৪০], ডাকাতি[১৪১], ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[১৪২] এবং পরবর্তীতে ভিকটিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের[১৪৩], দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে বিপুল অর্থ-সম্পদ অর্জনসহ[১৪৪],মাদক দিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁসানো, নিরাপরাধ মানুষকে গ্রেফতার, নির্যাতন ও ঘুষ গ্রহণসহ বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৪৫]

আসামি নুরুল আলমকে না পেয়ে স্ত্রী বন্যার কপালে পিস্তল তাক করে ডিবি পুলিশ। ছবি: সমকাল, ১৩ মে ২০২৪

[১৩৫] বাংলা আউট লুক ডট কম, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.banglaoutlook.com/interview/2024/02/28/231524
[১৩৬] মানবজমিন, ১৮ এপ্রিল ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=105963
[১৩৭] সমকাল, ৩ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/244668/
[১৩৮] *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৩৯] সমকাল, ১২ মে ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/236883
[১৪০] যুগান্তর, ১৫ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-first-page/784826/
[১৪১] প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ln00i6jev8
[১৪২] যুগান্তর, ১ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/779719
[১৪৩] যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/781208
[১৪৪] সমকাল, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/225204/
[১৪৫] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=255de448872&eid=1&imageview=0&epedate=25/05/2024&sedId=1

পুলিশের গুলিতে আহত ফিরোজ হোসেন। ছবি: সমকাল, ৩ জুলাই ২০২৪

২৭. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনেক সদস্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নৃশংসভাবে দমনের ব্যাপক অভিযোগ থাকলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদেরকে পুরস্কৃত করে। ২০২৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ৪০০ পুলিশ সদস্যকে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) এবং রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) প্রদান করা হয়।[১৪৬] পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে ৮০ জন পুলিশ সদস্যকে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ বানচাল, ন্যায্য বেতন এবং নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের দাবিতে শ্রমিক, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের আন্দোলন দমনের জন্য পদক দেয়া হয়।[১৪৭]

গুম

২৮.২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনামলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক ২০ জনকে গুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ডিবি পুলিশ ০৯ জনকে, পুলিশ ০৫ জনকে, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সাদা পোশাকে ০৩ জনকে , র‍্যাব ০২ জনকে এবং র‍্যাব ও ডিবি পুলিশ যৌথভাবে ০১ জনকে গুম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ০১ জনকে ফিরিয়ে দেয়া হয়নি।

২৯. শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন কর্তৃত্ববাদী সরকার বিগত সাড়ে ১৫ বছরে রাজনৈতিক আন্দোলন দমন[১৪৮] ও ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠ রোধের মাধ্যমে জোর করে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য গুমকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশে একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। গুমের পর ফেরত আসা ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, অজ্ঞাত জায়গায় তাঁদের আটক করে রাখা হয়েছিল। ভুক্তভোগীদের ওপর নির্যাতন করে তাঁদের কাছ থেকে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের অভিযুক্ত করার জন্য স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেয়া হয়েছে।[১৪৯] এছাড়া 'ইসলামি জংগী' সন্দেহে[১৫০], সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি এবং ভারত ও সরকারবিরোধী পোস্ট দেয়ার অভিযোগে অনেক ব্যক্তিকে গুম করা হয়েছে।[১৫১]

[১৪৬] প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/3x1c0x4bjz
[১৪৭] নিউ এইজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.newagebd.net/article/226541/
[১৪৮] সমকাল, ২৮ এপ্রিল ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-04-28/13/7356
[১৪৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কক্সবাজারের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৩০. গুমের ঘটনা প্রমাণিত হলেও আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, এমনকি জাতিসংঘের কাছেও অস্বীকার করা হয়। ২০১৪ সাল, ২০১৮ সাল এবং ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ব্যাপকভাবে গুম করার প্রবণতা দেখা যায়।

৩১. ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের পতনের পর গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা ডিজিএফআই'র সদর দপ্তরের সামনে অবস্থান নেন এবং সেখানে 'আয়নাঘর' নামে পরিচিত গোপন বন্দিশালায় (জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল) আটক ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানান। ৮ বছর হাসিনা সরকার কর্তৃক গোপন বন্দিশালায় গুম হয়ে থাকা ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাশেম আরমান এবং সাবেক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আজমী[১৫২] ও একমাস ছয় দিন গুম হয়ে থাকা আতিকুর রহমান রাসেল[১৫৩] গত ৬ অগাস্ট এবং ৫ বছর গুমের শিকার ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমা ৭ অগাস্ট মুক্তি পান।[১৫৪]

ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাশেম আরমান, সাবেক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আজমী, ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমা (বাম থেকে)। ছবি: প্রথম আলো, ৬ অগাস্ট ২০২৪; বানিজ্য প্রতিদিন, ৮ অগাস্ট ২০২৪; প্রথম আলো, ৭ অগাস্ট ২০২৪

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩২.২০২৪ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনামলে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ০৫ জন সাংবাদিক নিহত, ১১৭ জন আহত, ২১ জন লাঞ্ছিত, ১২ জন আক্রমণের শিকার এবং ২৫ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।

৩৩. ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট পর্যন্ত কর্তৃত্ববাদী সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করেছে। আর্টিকেল নাইনটিন 'বৈশ্বিক মত প্রকাশ প্রতিবেদন-২০২৪' এ তথ্য প্রকাশ করে যেখানে বাংলাদেশের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা 'সঙ্কটজনক' শ্রেণীতে রয়েছে বলে জানায়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বের ১৬১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২৮তম।[১৫৫] নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক ডিজিটাল পরিসরে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান 'অ্যাক্সেস নাউ' এর এক প্রতিবেদনে বলা

[১৫০] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৫১] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য
[১৫২] প্রথম আলো, ৬ অগাস্ট ২০২৪; https://en.prothomalo.com/bangladesh/axj3uuswcp
[১৫৩] ডেইলী অবজারভার, ১১ অগাস্ট ২০২৪; https://www.observerbd.com/news/484681
[১৫৪] প্রথম আলো, ৭ অগাস্ট ২০২৪; https://en.prothomalo.com/bangladesh/czennpwfpd
[১৫৫] নয়াদিগন্ত, ২২ মে ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/city/836850/

হয়, বাংলাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ রাখার প্রতিটি ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নমত দমন করা।[১৫৬] বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানের পাশাপাশি ক্ষমতাসীনদলের ব্যক্তিরা ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছে।[১৫৭] এছাড়া জুলাই-অগাস্ট এর আন্দোলনের সময় সরকারি নির্দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হয়।[১৫৮]

৩৪. কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংবাদপত্র, গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা দুর্বৃত্তদের হামলা ও হয়রানির শিকার হন। সাংবাদিকরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে থেকে কাজ করেন বিধায় সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।[১৫৯] বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোর অধিকাংশেরই মালিকানা আওয়ামী লীগের সমর্থক ব্যক্তিদের হাতে। তারাই সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে অপসংবাদিকতার প্রকাশ ঘটেছিল। জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনের সময় অনেক আজ্ঞাবহ সাংবাদিক প্রকাশ্যেই সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকারকে টিকে থাকার পরামর্শ দেয়, হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনকে উৎসাহিত করে এমনকি স্বশরীরে ছাত্র জনতার ওপর হামলায়ও অংশ নেয় কিছু সংখ্যক সাংবাদিক।[১৬০]

৩৫. একই সময়ে সাধারণ সাংবাদিকরা পুলিশ, সরকারী কর্মকর্তা [১৬১], ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী, সরকার সমর্থক দুর্বৃত্ত ও প্রভাবশালী কর্তৃক হামলা, লাঞ্ছনা, হুমকি, মামলা দায়েরসহ[১৬২] বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হন।[১৬৩] সরকারের আজ্ঞাবহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করায় তৎকালীন সরকারের মদদপুষ্ট বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএসএ) পত্রিকাতে বিবৃতি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানানোর মধ্যে দিয়ে সাংবাদিকদের হুমকি দেয়।[১৬৪]

৩৬. জুলাই-অগাস্ট মাসে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার সময় পুলিশ কর্তৃক সাংবাদিকরা নিহত হন। এই আন্দোলনের খবর সংগ্রহের সময় ঢাকা টাইমস পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সাংবাদিক হাসান মেহেদী, ভোরের আওয়াজ পত্রিকার প্রতিবেদক শাকিল হোসাইন এবং নয়াদিগন্তের সিলেট প্রতিনিধি আবু তাহের মোহাম্মদ তুরাব[১৬৫], সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়[১৬৬] সিরাজগঞ্জের দৈনিক খবরপত্রের সাংবাদিক প্রদীপ কুমার ভৌমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হন।[১৬৭]

---

[১৫৬] সমকাল, ১৬ মে ২০২৪; https://samakal.com/technology/article/237453/, অ্যাক্সেস নাউ, ১৫ মে ২০২৪; https://www.accessnow.org/internet-shutdowns-2023/

[১৫৭] প্রথম আলো, ১ জুন ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/km3ik8gwtu

[১৫৮] প্রথম আলো, ২৮ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/0l53ciu95t

[১৫৯] প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/o7u1e3ahpm

[১৬০] ডেইলী স্টার, ২৪ অগাস্ট, ২০২৪; https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-608396

[১৬১] প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1bzmffocsm

[১৬২] প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fhdthz1q97

[১৬৩] মানবজমিন, ২৫ এপ্রিল ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=107059

[১৬৪] মানবজমিন, ২৩ জুন ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=115330

[১৬৫] যুগান্তর, ২২ অগাস্ট ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/841348/

[১৬৬] যুগান্তর, ২২ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-news/833682

[১৬৭] যুগান্তর, ২২ অগাস্ট ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/841348/

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার পুইবিল গ্রামে সংবাদিক মানিক হোসেনকে পিটিয়ে তাঁর পা ভেঙে দেয় একদল দুর্বৃত্ত। ছবি: ডেইলী স্টার, ১৭ এপ্রিল ২০২৪

কক্সবাজারের সাবেক সংসদ সদস্য জাফর আলমের সমর্থকদের হাতে মারধরের অভিযোগে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চকরিয়া প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক মাহমুদ উল্লাহ। ছবি: বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১ মে ২০২৪

নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন

৩৭. কর্তৃত্ববাদী সরকার ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট পর্যন্ত নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে। তৎকালীন সরকার এই আইন ব্যবহার করে বহু ভিন্নমতাবলম্বী মানুষকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখে। অকার্যকর ও অজ্ঞাবহ বিচার ব্যবস্থার কারণে আদালতগুলো সাইবার নিরাপত্তা আইনের মামলায় অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাকচ করে। এমনকি উচ্চ আদালতেও কর্তৃত্ববাদী সরকারের মদদপুষ্ট বিচারপতিদের কারণে জামিন পেতে ব্যর্থ হন ভুক্তভোগীরা।[১৬৮] ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশী অভিযুক্ত হয়েছেন রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক। অভিযোগকারীর ৭৮ শতাংশই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাঙ্গে যুক্ত।[১৬৯] বহুল সমালোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ বাতিল করে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এই রকম ধারাগুলো বহাল রেখে সাইবার নিরাপত্তা আইন তৈরী করে সরকার। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত লেখক ও অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট পিনাকী ভট্টচার্যসহ সাত জনের বিরুদ্ধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি বিকৃত করা, মিথ্যা বানোয়াট, কুরুচিপূর্ণ ও কাল্পনিক ভিডিও সম্পাদনা করে ছড়িয়ে দেওয়ার অপরাধে সিলেট সাইবার ট্রাইব্যুনালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ

[১৬৮] প্রথম আলো, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/gr10jsa0zj
[১৬৯] প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/krmbwx5s7r

সিলেট জেলা শাখার সহসভাপতি আবদুর রহমান।[১৭০] এই সময়ে সাংবাদিক[১৭১], সংস্কৃতিককর্মী[১৭২], ছাত্র শিবির নেতা[১৭৩], সাধারণ নাগরিক[১৭৪] এবং প্রবাসীর[১৭৫] বিরুদ্ধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার পরিবারের সদস্যদের সর্ম্পকে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার কারনে মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়াও বরিশালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ব্যঙ্গো করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ায় হায়দার আলী নামে এক যুবলীগ নেতাকে[১৭৬] এবং ময়মনসিংহে 'মসজিদের দান' নিয়ে কটূক্তি করায় সৃজন দাস নামে এক হিন্দু যুবককে[১৭৭] গ্রেফতার করা হয়। একদিকে সাইবার নিরাপত্তা আইন এর অপব্যবহার অব্যাহত ছিল এবং অন্যদিকে বাতিল হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে দায়ের করা চলমান মামলাগুলো প্রত্যাহার না করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল[১৭৮], বিচারকার্য এবং সাজা[১৭৯] দেয়াও ছিল অব্যাহত।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্ঘন

সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর নিপীড়ন

৩৮. ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়কে ব্যবহার করেছে। আওয়ামী লীগ বরাবরই সংখ্যালঘুদের রক্ষাকারী হিসেবে নিজেকে দাবী করলেও ক্ষমতায় থাকার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি দখলসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে এই দলের নেতাদের বিরুদ্ধে।[১৮০] অতীতে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে আসল অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখিন করা যায়নি।[১৮১] ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এই সময় তাঁদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ করা হয় এবং উপাসনালয়[১৮২] ও প্রতিমা[১৮৩] ভাঙচুর করা হয়। শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে হিন্দু সম্প্রদায়ের কৃষি জমি দখল করে বিলাসবহুল রিসোর্ট তৈরীর অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৮৪] ৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সরকার

---

[১৭০] প্রথম আলো, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/cbeyvcd33m
[১৭১] প্রথম আলো, ৪ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ezdlap622h
[১৭২] সমকাল, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/224002/
[১৭৩] মানবজমিন, ১৩ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=101445#gsc.tab=0
[১৭৪] সমকাল, ৬ মে ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/235885/
[১৭৫] যুগান্তর, ১৪ জুন ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/816920
[১৭৬] নয়াদিগন্ত, ১৪ মে ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/barishal/834996/
[১৭৭] সমকাল, ১১ জুন ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/241702/
[১৭৮] যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-second-edition/774287
[১৭৯] মানবজমিন, ১৪ মে ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=109772
[১৮০] সমকাল ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/capital/article/256133/
[১৮১] সমকাল, ১ অক্টোবর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/258396/
[১৮২] Daily star, 23 March 2024; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/kali-temple-its-idol-damaged-kaharol-3573286
[১৮৩] প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/0xchfg2mu5
[১৮৪] ডেইলী স্টার, ১২ জুন ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/fear-forced-hindus-sell-their-land-ex-igp-benazir-3632516

আয়োজিত বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এইসব ঘটনায় ১ জন নিহত ও ৩৭ জন আহত হন।[১৮৫]

৩৯. গত ১০ জুন ঢাকার বংশালে মিরনজিল্লা সুইপার কলোনীতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন একটি আধুনিক কাঁচা বাজার নির্মাণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে হরিজন সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করতে অভিযান চালায়। সেখানে ৭০০ পরিবারের প্রায় চার হাজার হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে, যাঁরা মূলত পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। গত ১৩ জুন একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ হরিজন সিটি কলোনি উচ্ছেদ না করতে নির্দেশ দেয় এবং একই সঙ্গে উচ্ছেদ কার্যক্রমের ওপর এক মাসের স্থিতাবস্থা জারি করে। গত ১০ জুলাই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আউয়াল হোসেনের কর্মীদের বিরুদ্ধে হরিজন সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৮৬] উল্লেখ্য, হিন্দু ধর্মের অনুসারী হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন কয়েকশ বছর ধরে এই কলোনিতে বসবাস করছেন।[১৮৭]

ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪০. গত ২ ও ৩ এপ্রিল ২০২৪ বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে কথিত কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা দুটি ব্যাংক ডাকাতি করে ও একটি ব্যাংকের ম্যানেজারকে অপহরণ করে। ডাকাতরা আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদও লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় প্রশাসন কেএনএফের সঙ্গে জিম্মি মুক্তি নিয়ে আলোচনা করছিল। শেখ হাসিনা সরকার কেএনএফকে বিদ্রোহী গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে, কারণ তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বম সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল দাবি করছে। এর জের ধরে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী যৌথ অভিযানের নামে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিক বম সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়। ৫ থেকে ৮ এপ্রিল পাহাড়ী জনগোষ্ঠির নতুন বছরের উৎসব ও সেই সঙ্গে ঈদের ছুটিতে নিজ নিজ গ্রামে আসার পথে তিন জন বম শিক্ষার্থীকে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার 'সন্দেহে' আটক করা হয়। এই সময় বম জনগোষ্ঠীর ৫৪ জন নারী-পুরুষকেও গণগ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত নারীদের সঙ্গে তাঁদের শিশু সন্তানদেরও আটক করা হয়।[১৮৮]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

৪১. হাসিনা সরকারের সময়ে ভিন্নমতাবলম্বী এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকা, জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থার সঙ্গে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো উত্থাপন করা এবং ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি,

---

[১৮৫] প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/rfrn0j6w9t

[১৮৬] প্রথম আলো, ১০ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/85ylf2syc3

[১৮৭] টিবিএস নিউজ, ২৪ জুন ২০২৪; https://www.tbsnews.net/bangladesh/harijan-story-children-god-forsaken-forever-883521

[১৮৮] ডেইলি স্টার, ৩০ এপ্রিল ২০২৪; https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-578566

হুমকি, হয়রানি ও সহিংসতার[১৮৯] শিকার হন। আওয়ামী লীগ শাসনামলের প্রায় এক দশক ধরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিচারিক হয়রানি ও ভয়ভীতির সম্মুখীন হন। এই সময়ে মানি লন্ডারিং, দুর্নীতি ইত্যাদি অভিযোগে দায়ের করা ১৭৪টি মামলার মুখোমুখি ছিলেন তিনি। ১ জানুয়ারি শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে ড. ইউনুসকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয় আদালত।[১৯০] এছাড়া ড. ইউনুসের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রামীণ টেলিকমসহ আটটি প্রতিষ্ঠান 'জবরদখল' করে নেয় সরকার সমর্থকরা। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েও কোন প্রতিকার পাননি ড. ইউনুস।[১৯১] হাসিনার পতনের পর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ড. ইউনুসের ছয় মামলা বাতিল করে দেয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ লিভ টু আপীল করলে আপীল বিভাগ তা খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। আপীল বিভাগের রায়ে বলা হয়,হাইকোর্টের রায় ও আদেশে কোনো আইনি দুর্বলতা এবং আইনিভাবে হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাওয়া যায়নি।[১৯২]

৪২. জুলাই-অগাস্ট এর ছাত্র জনতার গণআন্দোলনে *অধিকার এর* কেন্দ্রীয় সংগঠকরা এবং সারা দেশে *অধিকার এর* সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। আন্দোলন চলাকালে ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মী মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলামকে আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে গোয়েন্দা পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক নির্যাতন করে। ডিবি পুলিশ ৩০ জুলাই মতিহার থানায় তাঁকে হস্তান্তর করে এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা মামলায় আদালতে পাঠায়। ৭ অগাস্ট তিনি কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান।[১৯৩]

৪৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় দায়ের করা মামলায় *অধিকার* এর সাবেক সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর দেয়া দুই বছরের কারাদণ্ড ২০২৪ সালের ২২ অগাস্ট বাতিল করেন সুপ্রিম কোর্ট বিভাগের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আব্দুর রব। একইদিনে *অধিকার* এর এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন নবায়নের আবেদন মঞ্জুর করো হয়, যা পূর্বে হাসিনা সরকার বাতিল করেছিল। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক জুলফিকার হায়াত উল্লেখিত দুইজনকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন এবং ২০২২ সালের ৫ জুন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করে। সাইবার ট্রাইব্যুনালে এই দুইজনের বিচার দশ বছর ধরে চলার পাশাপাশি হাসিনার সমর্থক সংবাদ ও গণমাধ্যম তাঁদের বিরুদ্ধে মানহানিকর ও ভুয়া সংবাদ প্রচার করেছিল।

---

[১৮৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও দৈনিক কালবেলা'র মহেশখালী প্রতিনিধি রকিয়ত উল্লাহ কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য টেকলিন নামে একটি মালয়েশিয়ান কোম্পানি স্থানীয় কিছু দরিদ্র মানুষের জমি দখল করেছে বলে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এর জের ধরে মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের 'সুমিতোমো' নামে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মেজর (অব:) মশিউর রহমান গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রকিয়ত উল্লাহকে ডেকে নিয়ে একটি কক্ষে আটকে রেখে মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

[১৯০] প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/rmulny6aqc

[১৯১] প্রথম আলো, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/6eky8jcjoa

[১৯২] প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারি ২০২৫; https://www.prothomalo.com/bangladesh/2psivuik3z

[১৯৩] *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

(খ) অন্তর্বর্তীকালিন সরকার

প্রতিবেদনকাল: ৯ অগাস্ট-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

৪৪. গত ৫ অগাস্ট বাংলাদেশে ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী শেখ হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যায় এবং গত ৮ অগাস্ট শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ নেয়। গত ৫ অগাস্ট থেকে ৮ অগাস্ট পর্যন্ত কার্যত দেশ ছিল সরকারবিহীন। শেখ হাসিনার সমর্থকদের সহায়তায় পুলিশ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করেছিল। তাদেরকে জনগণের ওপর সহিংসতা ও নির্যাতনের নির্দেশ দিতে দেখা যায়, যার ব্যাপক প্রমাণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রয়েছে। রাজধানীতে সরকারের এবং স্থানীয় পর্যায়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতিতে দেশজুড়ে একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়। এই সুযোগে স্বার্থান্বেষী মহল দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংস্কার

৪৫. শেখ হাসিনার সরকার গত সাড়ে ১৫ বছরে দেশের সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ করার কারণে সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর হওয়ায় রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধের ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। ফলস্বরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘণের ক্ষেত্রেও সরকারী কর্মচারীরা পেশাদারিত্ব বজায় না রেখে বরং দায়মুক্তি ভোগ করে। অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার লক্ষ্যে ১১ টি কমিশন গঠন করেছে। কমিশনগুলো হলো নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন, জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন, সংবিধান সংস্কার কমিশন[১৯৪],গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন, স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার কমিশন, শ্রম সংস্কার কমিশন, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন ও স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন।[১৯৫] সংস্কার কমিশনগুলো তাদের প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করবে অন্তর্বর্তী সরকার। পরে সবার ঐক্যমতের ভিত্তিতেই সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হবে।[১৯৬]

গুম

৪৬. **৯ অগাস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে গুমের কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।**

[১৯৪] যুগান্তর, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/851113
[১৯৫] দৈনিক কালবেলা, ১৯ নভেম্বর ২০২৪; https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/lastpage/140479
[১৯৬] দৈনিক কালবেলা, ১৯ নভেম্বর ২০২৪; https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/lastpage/140479

৪৭. অন্তর্বর্তী সরকার ২৯ অগাস্ট গুমের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করে। *অধিকার* দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে বাংলাদেশে এই সনদ অনুমোদনের জন্য সংগ্রাম করেছে।

৪৮. গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান, গুমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ প্রদান এবং গুমের ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের সুপারিশ করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে ২৭ অগাস্ট ২০২৪ একটি প্রজ্ঞাপণ জারি করে।[১৯৭]

৪৯. গত ১৪ ডিসেম্বর গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনুসের কাছে 'আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ' শিরোনামে একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন হস্তান্তর করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গুমের ঘটনায় কমিশনে এ পর্যন্ত র‍্যাব, ডিজিএফআই, ডিবি, সিটিটিসি, সিআইডি, পুলিশসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে ১ হাজার ৬৭৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এরমধ্যে ৭৫৮ জনের অভিযোগ যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এই ৭৫৮ জনের মধ্যে ৭৩ শতাংশ ভুক্তভোগী ফিরে এসেছেন। বাকি ২৭ শতাংশ (অন্তত ২০৪ জন) এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।[১৯৮] জোরপূর্বক বিভিন্ন ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে ৪৮ ঘন্টা থেকে কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস, এমনকি ৮ বছর পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত গোপন বন্দিশালায় আটক করে রাখা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তিকে মাথায় গুলি করে হত্যার পর লাশের সঙ্গে সিমেন্টভর্তি ব্যাগ বেঁধে ফেলে দেয়া হয় নদীতে। আবার কারও লাশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে ফেলে রাখা হতো রেল লাইনে।[১৯৯] গুমের শিকার ব্যক্তিদের অনেকের ওপর নির্যাতন করে অন্যদের নাম বের করা হতো। এরপর তাঁদেরও গুম করে নির্যাতন করা হতো। এছাড়া রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি অথবা তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সরাসরি নির্দেশে গুম ও নির্যাতন করা হতো। এই সব গুমের ঘটনায় নির্দেশদাতা হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পৃক্ততার প্রমান পেয়েছে কমিশন।[২০০] এছাড়া হাসিনা প্রশাসনের বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে গুমের ঘটনায় সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। যাদের মধ্যে রয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান এবং পুলিশের বিশেষ শাখার সাবেক প্রধান মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ও ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।[২০১]

৫০. ২০২৩ সালের ২৯ অগাস্ট ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি মোহাম্মদ রহমতউল্লাহকে নিজ বাড়ি থেকে র‍্যাব পরিচয়ে একটি দল তুলে নিয়ে যায়। সেই সময় পোশাক পরিহিত র‍্যাব সদস্যরাও

---

[১৯৭] কমিশন গঠন সর্ম্পকে গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট পর্যন্ত দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য কর্তৃক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানে সরকার কমিশন গঠন করেছে।

[১৯৮] প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/d9utyb42b4

[১৯৯] প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/sx4ny5zfrd

[২০০] প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/sx4ny5zfrd

[২০১] প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/d9utyb42b4

উপস্থিত ছিল। এরপর থেকে রহমতউল্লাহ গুম ছিলেন। *অধিকার* রহমতউল্লাহকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবীতে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠায়।[২০২] ২০২৪ সালের ২২ ডিসেম্বর রহমতউল্লাহ ১৬ মাস পরে পরিবারের কাছে ফিরে আসেন। রহমতউল্লাহ *অধিকারকে* জানান, গুম করার পর তাঁর চোখ বেঁধে রাখা হতো। ৯ মাস পর রহমত উল্লাহকে যশোর সীমান্ত দিয়ে ভারতে নিয়ে ফেলা আসা হয়। ভারতীয় পুলিশ রহমতউল্লাকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার করে এবং আদালত তাঁকে ৬ মাসের সাজা ও ১ হাজার রুপি জরিমানা করে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ রহমতউল্লাহকে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন করে। গোমস্তাপুর থানা পুলিশ রহমত উল্লাহকে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।[২০৩]

৫১. ধারণা করা হয়, গুমের শিকার আরও অনেকে ভারতে বন্দি আছেন। এর আগে ২০১২ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকার আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল চত্বর থেকে ডিবি পুলিশ কর্তৃক গুমের শিকার হন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদীর মামলার অন্যতম সাক্ষী সুখরঞ্জন বালি। সাইদীর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের শেখানো সাক্ষী দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে গুম করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে কলকাতার দমদম কারাগারে পাওয়া যায়। এছাড়া বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দিন আহমেদ ২০১৫ সালের ১০ মার্চ ঢাকা থেকে গুম হন। ৬২ দিন গুম থাকার পর ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলংয়ে আটকের খবর পাওয়া যায় এবং অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

৫২. হাসিনার পতনের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিগত ১৫ বছর সময়কালে হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনআমলে মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনে গণহত্যার অভিযোগে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়। এই প্রতিবেদন লেখার সময়ে ট্রাইব্যুনালে মোট অভিযোগ এসেছে ১৮০টি। ট্রাইব্যুনালের কাছে জমা হওয়া গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে পিলখানায় ৫৭ জন সেনা অফিসারদের হত্যা।[২০৪] ১৮০টি অভিযোগের মধ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর হতে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চিফ প্রসিকিউটারের কার্যালয়ে জমা হওয়া ১৫৩টি অভিযোগ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় জুলাই-অগাস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে ৭৩ শতাংশ অভিযোগ এসেছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের গত সাড়ে ১৫ বছর শাসনকালে গুম-খুনের ঘটনায় অভিযোগ এসেছে ২৩ শতাংশ। এই ১৫৩টি অভিযোগের মধ্যে ৯৪টিতেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শেখ হাসিনার ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ, শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে বৃটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক ও ছেলে রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিককেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এবং

[২০২] সমকাল, ২৩ মে ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/238519/
[২০৩] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য
[২০৪] সমকাল, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/271179/

সেই ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমেই গত সাড়ে ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ কর্তৃক দ্বারা সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকার্য শুরু হয়েছে।[২০৫]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও জবাবদিহিতার অভাব

৫৩. **২০২৪ সালের ৯ অগাস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ জন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ০৭ জন নির্যাতনে, ০৪ জনকে গুলি করে এবং ০১ জনকে পিটিয়ে সেতু থেকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে হত্যা করা হয়। ১২ জনের মধ্যে যৌথবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনে ০৬ জন ও পুলিশের নির্যাতনে ০১ জন মৃত্যুবরণ করেন। যৌথ বাহিনির গুলিতে ০৩ জন এবং পুলিশের গুলিতে ০১ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া পুলিশ ০১ জনকে পিটিয়ে সেতু থেকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে হত্যা করে।**

৫৪. অর্ন্তবর্তী সরকার 'যৌথবাহিনী' গঠন করে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই সময়েও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে সাদা পোশাকে অপারেশন চালানো, বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত হওয়া[২০৬] এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৫৫. গত ৮ সেপ্টেম্বর এলাহী শিকদার নামে এক ব্যক্তি গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দি অবস্থায় মারা যান। সেনা সদস্যদের ওপর হামলার অভিযোগে এলাহী শিকদারকে ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়। গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তার জিবিতেষ বিশ্বাস বলেন, এলাহী শিকদারের শরীরের নিচের অংশে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।[২০৭]

৫৬. গত ১০ সেপ্টেম্বর গাইবান্ধায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা অভিযান চালিয়ে সাঘাটা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাঘাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন সুইট, শফিকুল ইসলাম, সাহাদাত হোসেন পলাশ, রিয়াজুল ইসলাম রকি ও সোহরাব হোসেন আপেলকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে শফিকুল ইসলাম বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং সোহরাব হোসেন আপেল গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নিহতদের স্বজনরা অভিযোগ করেছেন যে, আটকের পর যৌথবাহিনীর হেফাজতে নির্যাতনের কারণে শফিকুল ও আপেল মারা যান।[২০৮]

---

[২০৫] প্রথম আলো, ২১ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/48avcm2mrq

[২০৬] সমকাল, ২ জানুয়ারি ২০২৫; https://samakal.com/chittagong/article/273269/

[২০৭] ডেইলী স্টার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/man-dies-jail-custody-3697841

[২০৮] সমকাল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/255301/

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

৫৭. **২০২৪ সালের ৯ অগাস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৯০ জন নিহত ও ২৪৭৮ জন আহত হয়েছেন। উল্লেখ্য ৬-৮ অগাস্ট পর্যন্ত সময়ে দেশে কোন সরকার ছিল না এই সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ০৪ জন নিহত হয়েছেন ও ০৯ জন আহত হয়েছেন।**

৫৮. হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, তাঁদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দখলে থাকা বাজার, মাছঘাট, চিংড়িঘের[২০৯], জমি[২১০], বালুমহালসহ অন্যান্য স্থাপনাদখল এবং চাঁদাবাজির[২১১] অভিযোগ পাওয়া গেছে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।[২১২] আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা না পেয়ে তাঁদের বাড়ি-ঘরে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।[২১৩] নরসিংদীতে জেলা ছাত্রদলের সভাপতির বিরুদ্ধে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতির কক্ষে হামলা[২১৪] এবং চট্টগ্রামের পটিয়ায় যুবদল ও যুবলীগ একসঙ্গে মিলে যুগান্তরের প্রতিনিধি আবেদ আমিরীর অফিস ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২১৫] বরিশালে বিজয় দিবস উপলক্ষে নাগরিক কমিটির আলোচনা সভায় যুবদল ও কৃষক দলের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়।[২১৬] এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় বালুঘাট দখল[২১৭] ও ক্লাব নিয়ন্ত্রন[২১৮]সহ বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে এবং বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংর্ঘষের ঘটনা ঘটেছে।[২১৯] এইসব ঘটনায় অনেক নেতা-কর্মীকে বহিস্কার করেছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।[২২০]

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে হামলা করে জমি দখলের অভিযোগ করেছেন দলটির তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন থেকে এ অভিযোগ করা হয়। ছবি: যুগান্তর ১৪ নভেম্বর ২০২৪

---

[২০৯] সমকাল, ১৩ নভেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/264987/
[২১০] যুগান্তর, ১৪ নভেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/878616
[২১১] সমকাল, ১৪ নভেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/265096/
[২১২] প্রথম আলো, ২২ অগাস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/n0y099xl4y, প্রথম আলো, ২৮ অগাস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/n961lze2so
[২১৩] প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/lij1xnzrz6
[২১৪] প্রথম আলো, ২ অক্টোবর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/6vxzjiaab2
[২১৫] যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/863497
[২১৬] প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/eiaxkttqp2
[২১৭] সমকাল, ১৬ অক্টোবর ২০২৪; https://samakal.com/index.php/whole-country/article/260725
[২১৮] প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/9u1xz8ozl6
[২১৯] সমকাল, ১০ অক্টোবর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/259794/
[২২০] মানবজমিন, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=125766

অস্ত্র হাতে যুবক। ছবি: সমকাল ১৬ অক্টোবর ২০২৪

পাবনার ভাগুড়ায় ক্লাবের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত কয়েকজন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেন। ছবি: প্রথম আলো ১৩ অক্টোবর ২০২৪

৫৯. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জুলাই-অগাস্টে গণআন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণকারী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে যে অভিযান চালায় তা সফল হয়নি। এই সময়েও পতিত কর্তৃত্ববাদী সরকারের নেতা-কর্মীরা বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করে।[২২১] গত ১৩ সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এসএম জিলানী তাঁর বাবা-মার কবর জেয়ারত করার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাঁর গাড়ীবহরে হামলা চালালে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের ক্রীড়া সম্পাদক শওকত আলী দিদার নিহত এবং ৫০ জন আহত হন।[২২২] গত ৮ অক্টোবর গাজীপুরে বিএনপি নেতা জামিলুর রহমান খান আপেলের ওপর বাসন থানা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবদুস সোবহান ও তার লোকজন হামলা করে তাঁকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে।[২২৩] গত ২২ ডিসেম্বর সাতক্ষীরার কলারোয়ায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিএনপির একটি কার্যালয়ে হামলা করে ভাঙচুর করে। এই ঘটনায় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের ১০ নেতা-কর্মী আহত হন। [২২৪]

[২২১] প্রথম আলো ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4adrmorvms
[২২২] যুগান্তর ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/852053
[২২৩] যুগান্তর ৯ অক্টোবর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/863171
[২২৪] সমকাল ২২ ডিসেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/index.php/whole-country/article/271652/

৬০. কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর সারাদেশে একযোগে মামলা করার হিড়িক পড়ে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে মামলায় সম্পৃক্ত করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সব মামলায় মৃত আওয়ামী লীগ নেতাদেরও আসামী করা হয়েছে।[২২৫] এমনকি একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুইটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ভিকটিমের পরিবার এই মামলা সর্ম্পকে কিছুই জানে না।[২২৬] আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থাকায় বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদেরও আসামী করা হয়। মামলায় জড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে ব্যাপকভাবে চাঁদাবাজি করার অভিযোগও পাওয়া গেছে।[২২৭]

৬১. বিএনপির দলীয় কোন্দলে ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত ৬ অগাস্ট গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জের মোক্তারপুর ইউনিয়নে এমদাদুল হক আকলু নামে এক বিএনপি নেতাকে[২২৮], গত ১১ সেপ্টেম্বর নড়াইলের লোহাগড়ায় বিএনপি নেতা মুরাদ শেখের দুই ভাই জিয়ারুল শেখ ও মিরান শেখকে[২২৯], গত ১২ অক্টোবর চট্টগ্রামের বায়েজিদ এলাকায় ইমন নামে এক যুবককে[২৩০], গত ১৫ নভেম্বর পাবনায় জালাল উদ্দিন নামে এক বিএনপি কর্মীকে[২৩১] এবং গত ২৪ ডিসেম্বর নরসিংদীর পাঁচদোনায় শ্রমিক দল নেতা আলম মিয়াকে[২৩২] হত্যা করা হয়।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৬২. ***অধিকার এর* সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ৯ অগাস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে ১৮ জন সাংবাদিক আহত, ০৬ জন লাঞ্ছিত, ০৬ জন হুমকির সম্মুখিন হয়েছেন এবং তিনটি পত্রিকা অফিসে আক্রমন করা হয়েছে।**

৬৩. জুলাই-অগাস্ট গণহত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৫২ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এরমধ্যে গণহত্যায় উস্কানী দেয়ায় ৩২ জন সিনিয়র সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে।[২৩৩] গত ১৪ সেপ্টেম্বর সম্পাদক পরিষদ এক বিবৃতিতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ঢালাও হত্যা মামলা দায়ের করায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতিশ্রুতি লংঘন করেছেন বলে অভিযোগ করেন। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, সাংবাদিকরা কোনো অপরাধ করে থাকলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ ধারা অনুসরণ করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যেতে

[২২৫] সমকাল, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/254308/
[২২৬] সমকাল, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/272184/
[২২৭] সমকাল, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/254244/, নয়াদিগন্ত, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/860395/, সমকাল, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/254879/
[২২৮] নয়াদিগন্ত, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/city/861744/
[২২৯] সমকাল, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-09-12/7/3691
[২৩০] যুগান্তর, ১২ অক্টোবর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/864317
[২৩১] সমকাল, ১৬ নভেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/265495/
[২৩২] মানবজমিন, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=141395#gsc.tab=0
[২৩৩] মানবজমিন, ২৯ অগাস্ট ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=125049

পারে।[২৩৪] অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমের মালিক এবং পরিচালকরা ক্ষমতাচ্যুত কর্তৃত্ববাদী সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন এবং কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলেও তাঁদের গণবিরোধী কাজের জন্য কোন ক্ষমা তাঁরা চান নাই।

৬৪. এই সময়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে গণআন্দোলনের সময় মিলন নামে এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি ও মানবজমিন পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার বিল্লাল হোসেন রবিনকে আসামী করা হয়।[২৩৫] গত ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার দোহারের রাইপাড়া ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে দুই দলের মধ্যে বিরোধের সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে স্থানীয় সাপ্তাহিক এশিয়া বার্তার সম্পাদক কাজী যুবায়েরের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করেন রাইপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমির শিকদারসহ কয়েকজন।[২৩৬] গত ২৯ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে এক দল দুবৃর্ত্ত হামলা করে এবং ভাঙচুর চালায়। হামলাকারীরা নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপি'র আহ্বায়ক এডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনের সমর্থক বলে জানা গেছে।[২৩৭] চাঁদাবাজির বিষয়ে জানতে চাওয়ায় ১১ ডিসেম্বর গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক টিপু সুলতান এর নেতৃত্বে কয়েকজন দুবৃর্ত্ত শ্রীপুর প্রেসক্লাবে ঢুকে সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে। হামলায় দৈনিক যুগান্তর এর শ্রীপুর প্রতিনিধি আব্দুল মালেকসহ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন।[২৩৮]

নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন

৬৫. হাসিনা সরকারের পতন হলেও সেই সরকারের তৈরী করা সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ নিবর্তনমূলক আইনগুলো বহাল আছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন মন্ত্রনালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এছাড়া এইসব মামলায় কেউ গ্রেফতার থাকলে তিনি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাবেন।[২৩৯]

৬৬. এরপরও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের অব্যাহত ছিল। এই সময়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে অশালীন ভাষায় কটূক্তি করার অভিযোগে সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি মাস্টার আওলাদ হোসেনের[২৪০] বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

---

[২৩৪] প্রথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/5tnig3z6yj

[২৩৫] ভোরের কাগজ, ২১ অগাস্ট ২০২৪; https://www.bhorerkagoj.com/media/730940, মানবজমিন, ২০ অগাস্ট ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=123602

[২৩৬] প্রথম আলো, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=169a2018090&eid=1&imageview=0&epedate=16/09/2024&sedId=1, যুগান্তর, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/852853

[২৩৭] মানবজমিন, ৩০ অক্টোবর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=133718#gsc.tab=0

[২৩৮] যুগান্তর, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/890065

[২৩৯] যুগান্তর, ১ অক্টোবর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/859274

[২৪০] যুগান্তর, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/856180

৬৭. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইনের পরিবর্তে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তুত করে। অথচ সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশটির অনুমোদিত খসড়াতেও বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইনের প্রতিফলন ঘটেছে। বাক-মতপ্রকাশ-সংগঠনের এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নে এটি নিয়ন্ত্রণমূলক ও নজরদারির অধ্যাদেশ বলে মনে হচ্ছে। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৮, ২৫, ২৬ ও ৩৬ ধারাসহ বেশ কয়েকটি ধারা ত্রুটিপূর্ণ, যা অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। বেশ কয়েকটি ধারার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় সেগুলো ভুলভাবে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। যেমন, প্রস্তাবিত আইনের ধারা-৮ এ বলা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরী করলে সেগুলো অপসারণ করা যাবে, বা ব্লক করা যাবে। এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালককে। মহাপরিচালকের মাধ্যমে বিটিআরসিকে তথ্য ব্লক করার অনুরোধ করা যাবে। অধ্যাদেশে মহাপরিচালক ও পুলিশকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা সাইবার নিরাপত্তা আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অধ্যাদেশটি আইন হলে তা অপব্যবহারের সুযোগ তৈরী হবে।[২৪১] গণআন্দোলনের সময় বাংলাদেশে আইনের অপব্যবহার এবং তথ্যের অবাধপ্রবাহ বিঘ্নিত হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা জনগণ সহজে ভুলবেনা।

আদালত প্রাঙ্গনে অভিযুক্তদের ওপর হামলা

৬৮. গত ৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে তৃণমূল থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ও এর অংগ সংগঠন এবং ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সমর্থক ১৪ দলের নেতা-কর্মী, সুবিধাভোগী সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সাবেক বিচারপতি ও পুলিশের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জনরোষ থেকে বাঁচতে এবং আইনের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকে গ্রেফতার হওয়ার পর তাদের আদালতে আনা হলে আদালত প্রাঙ্গনে বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আদালতে আনার সময় এবং আদালতের ভেতরে বিএনপিপন্থী আইনজীবীসহ সাধারণ আইনজীবী এবং বিক্ষুব্ধ মানুষ কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও মারধরের শিকার হন আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক[২৪২], সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী দীপু মনি[২৪৩], সাবেক তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন[২৪৪] এবং সাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী।[২৪৫] এছাড়া জেলা পর্যায়ের অনেক আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা সাধারণ বিক্ষুব্ধ মানুষ কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও মারধরের শিকার হন।

---

[২৪১] কালবেলা, ১ জানুয়ারি ২০২৫; https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/khobor/152124
[২৪২] ডেইলি স্টার, ২৬ অগাস্ট, ২০২৪; https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-609021
[২৪৩] প্রথম আলো, ২১ অগাস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/ict8fdsh2u
[২৪৪] প্রথম আলো, ২৮ অগাস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/dx58ol458m
[২৪৫] প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/4vk3kd2kp0

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৬৯. তৈরি পোশাক শিল্পে বেশিরভাগ মালিকানাই আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-সমর্থকদের। হাসিনা সরকারের পতনের পর অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান বা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বকেয়া রেখেছেন। ফলে তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।[২৪৬] বেতন বৃদ্ধি, বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ-সমাবেশ ও রাস্তা অবরোধ করেন। এই সময় শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে রোকেয়া বেগম নামে একজন নারী শ্রমিক নিহত হন।[২৪৭]

৭০. শ্রমিক অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।[২৪৮] এই পরিস্থিতিতে দফায় দফায় সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনার পর শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবী মালিকরা মেনে নিতে বাধ্য হন।[২৪৯] ৩০ সেপ্টেম্বর সাভারের আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে শ্রমিক কাউসার হোসাইন খান (২৭) নিহত হন।[২৫০] বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক অসন্তোষের কারনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়।[২৫১] শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেক কারখানায় বিনা নোটিশে শ্রমিক ছাঁটাই করে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[২৫২]

নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় বকেয়া বেতন, ছাঁটাই বন্ধ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে নেমকন ডিজাইন লিমিটেড পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: প্রথম আলো ৬ অক্টোবর ২০২৪

৭১. গত ২৩ অক্টোবর আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা জড়ো হয়ে অন্যান্য কারখানা লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই সময়

[২৪৬] যুগান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/851202
[২৪৭] সমকাল, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ; https://samakal.com/whole-country/article/256251/
[২৪৮] প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/business/industry/w63ulms1gs
[২৪৯] প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/zjw1ynbubf
[২৫০] যুগান্তর, ১ অক্টোবর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/859270
[২৫১] প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/qn2mxikrte
[২৫২] মানবজমিন, ৭ অক্টোবর ২০২৪; https://m.mzamin.com/news.php?news=130578#gsc.tab=0

তিনজন নারী শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ অনেক শ্রমিক আহত হন।[২৫৩] এরমধ্যে চম্পা খাতুন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[২৫৪] গাজীপুরে বিভিন্ন তৈরী পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের আন্দোলনে উস্কানি দেয়া ও কারখানায় ভাঙচুরের অভিযোগে যৌথ বাহিনী তিন নারীসহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে।[২৫৫]

মাজার ভাঙ্গা ও ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা

৭২. এই সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গা ও ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। গত ২৫ অগাস্ট নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নে আয়নাল শাহ এর মাজার এবং ২৯ অগাস্ট সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে আলী পাগলার মাজার ভাঙচুর করা হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় ইসমাইল পাগলার মাজার ভাঙচুর করা হয় এবং ৬ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের দেওয়ানবাগ মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা।[২৫৬] গত ২৯ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রশিদিয়া দরবার শরিফে বার্ষিক মাহফিল চলাকালে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এইদিনই রাতে সাভারের সুফি সাধক কাজী জাবের আহমেদের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে একটি মাজার ভাংচুরের চেষ্টা চালায়। দুর্বৃত্তদের হামলায় আনুমানিক ২০ জন আহত হন। ৩০ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার লালন আনন্দধামে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এই সময় লালন ফকিরের ছবি, বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ ও সাময়িকী আগুনে পুড়ে যায়। পুড়িয়ে দেয়া হয় একতারা, দোতারা, বায়া, জুড়ি, গিটারসহ বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র। ভাঙচুর করা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাস্কর্য।[২৫৭]

[২৫৩] যুগান্তর, ২৩ অক্টোবর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/869012
[২৫৪] মানবজমিন, ২৭ অক্টোবর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=133337
[২৫৫] প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/iekgus2cne
[২৫৬] বিবিসি বাংলা, ৭ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no
[২৫৭] প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/8344iugroy

(গ) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর অন্যান্য মানবাধিকার লংঘন

মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার

৭৩. ২০২৪ সালে নিম্ন আদালত কর্তৃক ৩০৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

৭৪. দেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। বিকল্প সাজা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিম্ন আদালতগুলোতে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ব্যাপকভাবে দেয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাধ্যমে গৃহীত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতে ত্রুটিপূর্ণ বিচার প্রক্রিয়ায় আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। গত ৩০ জানুয়ারি এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আতাবুল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত আদালতের একটি বেঞ্চ সাধারণ নীতিমালা ছাড়া শাস্তি হিসেবে 'মৃত্যুদণ্ড' আরোপ কেন সংবিধানের ৭, ২৭, ৩১, ৩২ ও ৩৫ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না এবং শাস্তি হিসেবে 'মৃত্যুদণ্ড' দেয়ার ক্ষেত্রে কেন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে না এই মর্মে রুল জারি করে।[২৫৮]

৭৫. আপীল শুনানীর ধীরগতির কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা বছরের পর বছর কনডেম্ড সেলে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে কনডেমড সেলে বন্দি আছেন শরিফা বেগম নামে এক নারী। ২৪ বছর ধরে কনডেমড সেলে বন্দি থাকা এই নারী বন্দির আপীল এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। কারাকর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী কারা ইতিহাসে আর কোনো নারী আসামীকে এত দীর্ঘ সময় কনডেমড সেলে থাকতে হয়নি। শরিফা বেগমের মতো আবদুস সামাদ নামে আরেক ব্যক্তি ২৪ বছর ধরে কনডেমড সেলে বন্দি আছেন।[২৫৯] বিচার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের কনডেম্ সেলে রাখা অযৌক্তিক এবং মানবাধিকারের লংঘন। ২০২২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হওয়ার আগে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীকে কনডেমড সেলে রাখার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে চট্টগ্রাম কারাগারের কনডেমড্ সেলে থাকা তিন বন্দি একটি রিট দায়ের করেন। এই রিটের শুনানী শেষে[২৬০] ২০২৪ সালের ১৩ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মোহাম্মদ বজলুর রহমানের সমন্বিত বেঞ্চ সব ধরনের বিচারিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাওয়া ব্যক্তিকে কনডেমড্ সেল বা নির্জন কারাকক্ষে রাখা যাবে না বলে রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগেই যাদের কনডেমড্ সেল বা কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছে, তাঁদের পর্যায়ক্রমে সাধারণ সেলে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন আদালত। আদালতের রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের সঙ্গে অন্য বন্দিদের মতোই আচরণ করা এবং তাঁদের জামিন আবেদনের অনুমতি দেয়া উচিত। উপযুক্ত ক্ষেত্রে হাইকোর্টের উচিত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২৬ ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে জামিন দেয়া।[২৬১] গত ১৫ মে হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া এই রায় ২০২৪ সালের ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত স্থগিত করেন সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের

[২৫৮] যুগান্তর, ৩১ জানুয়ারী ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-news/769174
[২৫৯] দেশ রূপান্তর, ১ জুলাই ২০২৪; https://www.deshrupantor.com/519875/
[২৬০] যুগান্তর, ১৪ মে ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/804829
[২৬১] যুগান্তর, ১৪ মে ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/804829

চেম্বার আদালতের বিচারক এম ইনায়েতুর রহিম, যিনি সুপ্রিম কোর্টের একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়ার সময় প্রকাশ্যে নিজেকে 'শপথ গ্রহণকারী রাজনীতিবিদ বলে দাবি করেছিলেন।[২৬২] প্রতিবেদন প্রকাশকাল পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া রায় স্থগিত ছিল। এই রিটের আইনজীবী *অধিকারকে* জানান, স্থগিত আদেশের বিপরীতে একটি সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল দায়ের করা হয়েছে যা, শুনানির অপেক্ষায় আছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৭৬.২০২৪ সালে গণপিটুনি দিয়ে ১২১ জনকে হত্যা করা হয়।

৭৭. গণপিটুনী দিয়ে হত্যার ঘটনাগুলো ২০২৪ সালে অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর হওয়ার কারণে দেশে জবাবদিহিতাহীন ও দায়মুক্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। হাসিনা সরকারের পতনের পর ব্যাপক জনরোষের কারনে গণপিটুনী দিয়ে হত্যার অনেকগুলো ঘটনা ঘটে।

৭৮. গত ১৮ এপ্রিল ফরিদপুরের মধুখালিতে মন্দিরে আগুন দেওয়ার অভিযোগে তৎকালিন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতা শাহ আসাদুজ্জামানের ইন্দনে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী নির্মাণ শ্রমিক দুইভাই আশরাফুল ও আশহাদুলকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে।[২৬৩]

৭৯. গত ৪ অগাস্ট ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন চলাকালে নরসিংদী জেলার মাধবদীতে বিক্ষোভকারীরা চরদিঘলদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন শাহিনসহ ৬ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে[২৬৪] এবং রংপুরে আওয়ামী লীগ নেতা হারাধন রায়কে[২৬৫] উত্তেজিত ছাত্র-জনতা গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শারীরিক প্রতিবন্ধী আবদুল্লাহ আল মাসুদ[২৬৬] এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে চোর সন্দেহে তোফাজ্জল নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক গণপিটুনীতে নিহত হন।[২৬৭]

কারাগার ও মানবাধিকার

৮০.২০২৪ সালে ৮৩ ব্যক্তি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৮১. বরাবরের মতো বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি থাকে। কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকার বিরোধী দল মতকে দমন করার জন্য বহু মানুষকে কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল। কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে সে সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এই কারণে খাবার, থাকার জায়গা, শৌচাগার, গোসল

[২৬২] প্রথম আলো, ১৫ মে ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/w2qsw9rvmo
[২৬৩] মানবজমিন, ১৯ এপ্রিল ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=106198 , মানবজমিন, ২২ এপ্রিল ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=106599
[২৬৪] মানবজমিন, ৫ অগাস্ট ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=121406#gsc.tab=0
[২৬৫] প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/8ehhyyge1d
[২৬৬] প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/dkayzqg8zz
[২৬৭] যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/854400

ও চিকিৎসাসহ সব কিছুতেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে বন্দিদের।[২৬৮] এছাড়া কারাগারগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং মাদক ব্যবসা চলে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২৬৯] পতিত সরকারের সময়ে দেশের কারাগারগুলোতে সাধারণ বন্দিদের পাশাপাশি রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২৭০] কারাগারে বিরোধী দলের বন্দিদের চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করায় কিছু বিএনপি নেতার মৃত্যু ঘটে। গত ২ জানুয়ারি বিএনপি নেতা কামাল হোসেন বাগেরহাট জেলা কারাগারে[২৭১], ২৮ জানুয়ারি বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার সাতক্ষীরা কারাগারে[২৭২] এবং ৮ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলা বিএনপি নেতা মনোয়ারুল ইসলাম রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে[২৭৩] মারা যান।

৮২. কারাগার ছাড়াও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে বন্দি শিশুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের টঙ্গী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে বন্দি মারুফ আহমেদ (১৬) নামে এক কিশোরকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২৭৪]

প্রতিবেশী ভারত

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন

৮৩. ২০২৪ সালে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ২৪ জন বাংলাদেশীকে হত্যা এবং ২৯ জনকে আহত করেছে। নিহত ২৪ জন বাংলাদেশীর মধ্যে ২১ জনকে গুলি করে এবং ০৩ জনকে নির্যাতন করে বিএসএফ হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আহত ২৯ জনের মধ্যে ২৬ জন গুলিতে, ০২ জন নির্যাতনে এবং ০১ জন বিএসএফর ছোঁড়া গ্রেনেডে আহত হন।

৮৪. ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যার কারণে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত একটি রক্তাক্ত সীমান্তে পরিণত হয়েছে। ২০২৪ সালেও বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত ছিল। এই সময়ে বিএসএফ সদস্যরা বিজিবি সদস্য ও শিশু-কিশোরসহ সাধারণ বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করে।[২৭৫]

৮৫. ২২ জানুয়ারি, ২০২৪ যশোরের বেনাপোল সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) সদস্য সিপাহী মোহাম্মদ রইশুদ্দীনকে গুলি করে হত্যা করে।[২৭৬] এই ঘটনায় ভারত দোষী

---

[২৬৮] মানবজমিন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=98348
[২৬৯] যুগান্তর, ১২ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/783722/
[২৭০] নয়াদিগন্ত, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/817629/
[২৭১] নিউ এজ, ৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.newagebd.net/article/221926/9th-bnp-activist-dies-in-prison
[২৭২] যুগান্তর, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/771237/
[২৭৩] নয়াদিগন্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/812567/
[২৭৪] সমকাল, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-02-16/2/5615
[২৭৫] যুগান্তর ১৫ মে ২০২৪; https://www.jugantor.com/to-city/805207
[২৭৬] প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=241aedd62bf&eid=1&imageview=0&epedate=24/01/2024&sedId=1

বিএসএফ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের তৎকালিন পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ও এই ঘটনায় কোন প্রতিবাদ করেনি।[২৭৭]

৮৬. ২৮ জানুয়ারি, ২০২৪ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সীমান্তে রবিউল ইসলাম টুকলুকে[২৭৮], ১৭ মার্চ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ার শিকড়িয়া সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে কৃষক সাদ্দামকে[২৭৯], ২৬ মার্চ নওগাঁ জেলার পোরশা সীমান্তে আল আমিনকে (৩২)[২৮০], একই দিনে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারীর দুর্গাপুর সীমান্তে লিটনকে (১৯), ২৯ মার্চ লালমনিরহাট জেলার বুড়িরহাট সীমান্তে মুরলি চন্দ্রকে[২৮১], ২ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর সীমান্তে সাইফুলকে, ২২ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে বাংলাদেশী কৃষক হাসান মিয়া, ২৬ এপ্রিল লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সীমান্তে আবুল কালামকে, ৮ মে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া সীমান্তে আবদুল জলিল (২৪) ও ইয়াসিন আলী (২৩) নামে দুই যুবককে, ৯ জুন কুমিল্লার বুড়িচং সীমান্তে বাংলাদেশের ভূখন্ডে আনোয়ার হোসেনকে (৫০)[২৮২], ২৬ জুন লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ সীমান্তে নুরুল ইসলামকে[২৮৩], ৫ জুলাই ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার নগরভিটা বিওপি সীমান্তে রাজু মিয়াকে[২৮৪], ১১ অগাস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ সীমান্তে আবদুল্লাহকে[২৮৫], ২ সেপ্টেম্বর মৌলভীবাজার জেলার লালারচক সীমান্তে স্বর্ণা দাস নামে এক ১৪ বছরের কিশোরীকে[২৮৬], ৮ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী সীমান্তে জয়ন্ত কুমার সিংহ নামে এক ১৫ বছরের কিশোরকে[২৮৭], ৭ অক্টোবর কুমিল্লা সদর উপজেলা জসপুর সীমান্তে কামাল হোসেনকে[২৮৮], ২৪ অক্টোবর ময়মনসিংহের ধোবাউড়া সীমান্তে রেজাউল করিমকে[২৮৯], ৬ ডিসেম্বর পঞ্চগড় উপজেলার মমিনপাড়া সীমান্তে আনোয়ার হোসন নামে (৪০)কে[২৯০], ১৮ ডিসেম্বর যশোরের ববেনাপোল সীমান্তে সাবু হোসন (৩৫), জাহাঙ্গীর মোড়ল (৩৬) এবং সাকিবুল হাসান (২০)কে[২৯১] ও ২২ ডিসেম্বর মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গোপাল বাক্তি নামে এক চা শ্রমিককে[২৯২] বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে।

---

[২৭৭] সমকাল, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/220848/

[২৭৮] সমকাল, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/220200/

[২৭৯] সমকাল, ১৭ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/228209/

[২৮০] সমকাল, ২৭ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/229700/

[২৮১] সমকাল, ৩০ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/index.php/whole-country/article/230241/

[২৮২] মানবজমিন, ১০ জুন ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=113730

[২৮৩] যুগান্তর, ২৭ জুন ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-news/821045

[২৮৪] নয়াদিগন্ত, ৬ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/847470/

[২৮৫] সমকাল, ১৩ অগাস্ট ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/250529/

[২৮৬] নয়াদিগন্ত, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/city/860914/

[২৮৭] প্রথম আলো, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/hvdjuikisk

[২৮৮] ডেইলী স্টার, ৮ অক্টোবর ২০২৪; https://online84.thedailystar.net/news/bangladesh/news/bangladeshi-shot-dead-bsf-near-cumilla-border-3722601

[২৮৯] বিজনেজ স্টেন্ডার্ড, ২৬ অক্টোবর ২০২৪; https://www.tbsnews.net/bangladesh/india-hands-over-bangladeshi-mans-body-976631

[২৯০] ডেইলী স্টার, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/cross-border/news/bangladeshi-killed-bsf-panchagarh-border-3769801

[২৯১] নিউ এইজ, ৮ অক্টোবর ২০২৪; https://www.newagebd.net/post/country/253142/

[২৯২] যুগান্তর, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/894567

৮৭. ১৭ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাটের পোলাডাঙ্গা সীমান্তে মহানন্দা নদীতে বাংলাদেশী নাগরিক জাহাঙ্গীর আলম মাছ ধরতে গেলে তাঁকে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করলে তিনি গুরুতর আহত হন।[২৯৩] ১২ মে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী সীমান্তে কয়েকজন বাংলাদেশী নারী নোম্যান্সল্যান্ডে খড় সংগ্রহ করতে গেলে তাঁদের বিএসএফএর সদস্যরা ধাওয়া করে এবং বাংলাদেশের ভূখন্ডে প্রবেশ করে নারীদের উদ্দেশ্যে গুলি চালায়।[২৯৪] ৮ জুলাই বাংলাদেশী নাগরিক কিরণকে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া বাংলাবান্ধা সীমান্তে নির্যাতন করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।[২৯৫]

৮৮. ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের পতনের পরও বিএসএফএর সদস্যরা সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত রাখে। আশার কথা যে অন্তর্বর্তিকালীন সরকার এই হত্যাকাণ্ডগুলোর প্রতিবাদ জানিয়েছে।[২৯৬]

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

৮৯. বাংলাদেশে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসন কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের আমলে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে ২০১৪[২৯৭], ২০১৮[২৯৮], ও ২০২৪[২৯৯] সালের অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৎকালিন সরকারকে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়। ফলে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে পড়াসহ দেশে যে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তার জন্য ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীও অনেকাংশে দায়ী।[৩০০]

৯০. বাংলাদেশে ব্যাপক সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আদানি ব্যবসায়িক গোষ্ঠির সঙ্গে বিতর্কিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে আওয়ামী লীগ সরকার।[৩০১] হাসিনা সরকার বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বহু গোপন চুক্তি সম্পাদন করে দিল্লীর সঙ্গে। হাসিনা সরকারের সময়ে বাংলাদেশ তার বন্দরগুলো (চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর) ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল।[৩০২] জনগণের প্রতিবাদের মুখেও ভারত বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার রামপালে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বহুদিন ধরেই ভারত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশকে শুকনা মৌসুমে পানির ন্যায্য

---

[২৯৩] প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/g2lry1t9y3

[২৯৪] নয়াদিগন্ত, ১৫ মে ২০২৪ https://www.dailynayadiganta.com/first-page/835085/

[২৯৫] প্রথম আলো, ৮ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/879hai940z

[২৯৬] যুগান্তর, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/847835

[২৯৭] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন তখন কর্তৃত্বাদী হাসিনা সরকারের মন্ত্রী হন এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলেও থাকেন। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479,

[২৯৮] https://www.anandabazar.com/national/sheikh-hasina-said-various-pending-issues-between-india-and-bangladesh-1.805857

[২৯৯] প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/politics/1w0z1a73m5

[৩০০] মানবজমিন, ১৮ মে ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=110355

[৩০১] নয়াদিগন্ত, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/811449/

[৩০২] সমকাল, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/international/article/220770/

অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। বাংলাদেশের পানির অধিকার আদায়ের জন্য তিস্তা চুক্তি অত্যন্ত জরুরী হলেও ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করেনি। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা অববাহিকাতে ইতিমধ্যেই চরম বিপর্যয়কর অবস্থা বিরাজ করছে। বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে ভারত সরকার কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে আবারও আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করেছে, যার কোন প্রতিকার হয়নি।

৯১. পতনের আগেও তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ ও ২২ জুন ভারত সফর করে। এইসময়েও উভয় দেশের মধ্যে বেশ কিছু চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয় এরকমভাবে বাংলাদেশের ভূখন্ড ব্যবহার করে ভারতের একটা অংশ থেকে আরেকটা অংশে রেলওয়ে সংযোগ চালু করতে হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে আলোচনা হয়। জুলাই মাসে এই ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার কথা ছিল।[৩০৩] এছাড়াও হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী আখাউড়া-আগরতলা আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগ, খুলনা-মোংলা বন্দর রেললাইন এবং মৈত্রী সুপার থার্মল পাওয়ার প্ল্যান্টের ইউনিট টু প্রকল্প উদ্বোধন করে। এই সব প্রকল্প বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতিরই বহিঃপ্রকাশ।[৩০৪]

৯২. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় ও কূটনীতিতে ভারতের অযাচিত ভূমিকায় বাংলাদেশের জনগণ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে এবং 'ইন্ডিয়া আউট, ইন্ডিয়া বয়কট' কর্মসূচিতে যুক্ত হয়।[৩০৫] বাংলাদেশের জনগণ তৎকালীন পাকিস্তানি সরকারের অর্থনৈতিক, ভাষাগত এবং রাজনৈতিক দমন-পীড়নের হাত থেকে দেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সম্মান করে। বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত ভারতের অধীনতামূলক ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি চায় না।

৯৩. ৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। এরপর থেকে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি সমর্থিত কিছু সংবাদ মাধ্যম বিভিন্নভাবে এই অভ্যুত্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাসহ অন্যান্য মিথ্যা ও মনগড়া সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে।[৩০৬] ভারতীয় এস্টাব্লিশমেন্ট বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে একের পর এক ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩০৭] যদিও তাদের প্রচারনার বিষয়গুলো ফ্যাক্ট চেকিংএর মাধ্যমে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।[৩০৮] বিভিন্ন ধরনের ভুয়া ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সংবাদ এবং তথ্য প্রকাশিত হয়েই চলছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রচেষ্টাকে যারা অস্থিতিশীল করতে আগ্রহী তারাই এসব তথ্য ছড়াচ্ছে। যদিও পনের বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা দুঃশাসন ও দুর্নীতি দূর করার বিশাল দায়িত্ব অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপরে ন্যাস্ত হয়েছে।

---

[৩০৩] নয়াদিগন্ত, ২৩ জুন ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/844294/

[৩০৪] যুগান্তর, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/896016

[৩০৫] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95965

[৩০৬] নয়াদিগন্ত, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/864407/

[৩০৭] নয়াদিগন্ত, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/860408/

[৩০৮] সমকাল, ১৯ অগাস্ট ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/251520/, বিবিসি, ১৮ অগাস্ট ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/c5y8qdex205o

হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার অভিযোগ- ৫ অগাস্ট এর পরবর্তী সময়

৯৪. গত ৫ অগাস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে।[৩০৯] কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও ভাঙচুরের ১ হাজার ৪১৫ টি অভিযোগের মধ্যে ৯৮ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। ১ দশমিক ৫৯ শতাংশ ঘটেছে সাম্প্রদায়িক কারণে। ৪ অগাস্ট থেকে ২০ অগাস্ট পর্যন্ত সংঘটিত এই সব ঘটনা নিয়ে পুলিশের অনুসন্ধানে এই সব তথ্য পাওয়া গেছে।[৩১০] ৫ আগস্টের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশে হিন্দু নাগরিকদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ করা হয়। বিবিসি[৩১১] ও ডয়েচে ভেলের [৩১২] তথ্য যাচাই বিভাগ এই অভিযোগুলোর কোন সত্যতা পায়নি এবং এই সংক্রান্ত যেসব অসত্য ও বিকৃত তথ্য দেয়া হয়েছিল তা তুলে ধরেছে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনায় নয় জন নিহত হয়েছে। কিন্তু নয়টি মৃত্যুর কোন সাম্প্রদায়িক যোগসূত্র মেলেনি। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের তালিকায় রয়েছেন রিপন শীল, অথচ রিপন শীল ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন। অপর একজন চাঁদা দাবির কারনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, সংঘর্ষ, জমি বিরোধ ও পূর্বশত্রুতায় ৬ জন খুন হন। একটি খুনের কারণ জানা যায়নি।[৩১৩] ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা অনেক জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর গোপনে কোন ঘটনা ঘটিয়ে 'সাম্প্রদায়িক' হামলার ঘটনা সাজিয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত হামলাগুলোর পেছনে পলাতক কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা জড়িত ছিল বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩১৪] উদাহরণস্বরূপ গত ১৪ অগাস্ট ঠাকুগাঁওয়ে সামিউল নামে একজন আওয়ামীলীগ কর্মী হিন্দু সম্প্রদায়ের মহেণ চন্দ্রের বসত বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে তার ভিডিও মোবাইলে ধারণ করে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটক করে গ্রামবাসী।[৩১৫] পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় পালপাড়া মন্দিরে দূর্গা প্রতিমার মূর্তি ভাঙচুর করার অভিযোগে গত ৬ অক্টোবর পুলিশ বাচ্চু আলমগীর নামে এক যুবলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করে। বাচ্চু আলমগীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর করার কথা স্বীকার করে।[৩১৬] গত ১৮ অগাস্ট নেত্রকোনার পূর্বধলায় একটি মন্দিরে আগুন দিতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে আটক হয়েছে নেপাল চন্দ্র ঘোষ নামে এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি।[৩১৭]

---

[৩০৯] বিবিসি, ১৮ অগাস্ট ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/c5y8qdex205o; https://www.bbc.com/news/articles/cx2n8pzk7gzo

[৩১০] প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারি ২০২৫; https://www.prothomalo.com/bangladesh/mkuwd4zi30

[৩১১] বিবিসি, ১৮ অগাস্ট ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/c5y8qdex205o

[312] https://www.dw.com/en/fact-check-false-claims-fuel-ethnic-tensions-in-bangladesh/a-69870923

[৩১৩] সমকাল, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/269972/

[৩১৪] নয়াদিগন্ত, ১২ অগাস্ট ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/854993/

[৩১৫] নয়াদিগন্ত, ১৬ অগাস্ট ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/855987/

[৩১৬] ডেইলী স্টার, ৭ অক্টোবর ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/hate-crime/news/jubo-league-activist-held-vandalising-durga-puja-idols-3722161, সমকাল, ৭ অক্টোবর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/259398/

[৩১৭] নয়াদিগন্ত, ১৯ অগাস্ট ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/856761/

নারীর প্রতি সহিংসতা

৯৫. ২০২৪ সালে সারা দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগ পর্যন্ত অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার সুযোগে এবং তৎকালিন ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার কারনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা করে রেহাই পেয়ে যায় এবং ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরও নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

ধর্ষণ

৯৬. ২০২৪ সালে ব্যাপক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণের বিচার না হওয়ার পেছনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক তাদের মনোনীত অভিযুক্তদের দায়মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়া, পুলিশ কর্তৃক ভিক্টিমদের প্রতি অসহযোগিতা[৩১৮] এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে অনুগত অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা অন্যতম কারণ। ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনার পতনের আগে তৎকালিন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে [৩১৯] ব্যাপক ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে আওয়ামী লীগ নেতা, শ্রমিক লীগের[৩২০] নেতা এবং আওয়ামী লীগ মনোনীত উপজেলা চেয়ারম্যানের[৩২১] বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩২২] গত ৫ ফেব্রুয়ারী নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর এলাকায় বাড়ির সিঁদ কেটে প্রবেশ করে মা (৩০) ও তাঁর ১২ বছরের কন্যাকে জোরপূর্বক গণধর্ষণ করে আওয়ামী লীগ নেতা ও তার সাঙ্গে থাকা কয়েকজন[৩২৩]।

৯৭. এই সময় অনেক নারী ও শিশু ধর্ষণ এবং দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার কারণে ধর্ষণের শিকার নারী আত্মহত্যা করেছেন। ধর্ষণ মামলার আসামি কারাগার থেকে জামিনে বেরিয়ে এসে ধর্ষণের শিকার নারীকে মারধর করে মামলা তুলে নেয়ার হুমকি দেয়ায় এক ভুক্তভোগী নারী আত্মহত্যা করেন।[৩২৪] এই সময়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে । ভিকটিমকে মামলা দায়ের না করার জন্য তৎকালিন ক্ষমতাসীনদলের নেতা হুমকি দেয়।[৩২৫] আওয়ামী লীগের নেতা কর্তৃক ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়ে তার ভয়ে স্বামী ও সন্তানসহ পালিয়ে যান এক গৃহবধূ।[৩২৬]

---

[৩১৮] সমকাল, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/221044/
[৩১৯] সমকাল, ৩১ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/230384/
[৩২০] মানবজমিন, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95410
[৩২১] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95942#gsc.tab=0
[৩২২] মানবজমিন, ৪ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=100178
[৩২৩] ঢাকা ট্রিবিউন, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৪; https://www.banglatribune.com/country/chitagong/835140/
[৩২৪] সমকাল, ২৬ মে ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/239005/
[৩২৫] যুগান্তর, ৫ এপ্রিল ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/792761/
[৩২৬] মানবজমিন, ২৮ জুন ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=116062

৯৮. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ও ধর্ষণ অব্যাহত ছিল। নারী ও শিশু ধর্ষণ এবং দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে টাকা নিয়ে সালিশ করে ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে এক বিএনপি নেতা[৩২৭], যা ভিকটিমকে হুমকি দেয়ার সামিল।

যৌন হয়রানি

৯৯. বখাটে কর্তৃক উত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানীর সংজ্ঞা আদালত কর্তৃক গৃহীত হলেও তা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৩২৮] ২০২৪ সালে নারীদের উত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানির অনেক ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩২৯] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও যৌন হয়রানীর অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩৩০] পতিত শেখ হাসিনার শাসনামলে শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানির অভিযোগ থাকলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি তৎকালীন প্রশাসন।

১০০. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত বর্তমানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনির বিরুদ্ধে একাধিক যৌন নিপীড়নের অভিযোগ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক নূরুল আলম সেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার প্রক্রিয়া ঝুলিয়ে রাখেন।[৩৩১] যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদকারীদের ওপর হামলা ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে।[৩৩২]

যৌতুক সহিংসতা

১০১. ২০২৪ সালে যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল । যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ অনুযায়ী যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও যৌতুক দেয়া-নেয়ার প্রচলন সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং আইনের শাসনের অভাবে অধিকাংশ ভুক্তভোগীরা ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই সময়ে যৌতুকের দাবিতে নারীদের পিটিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে ,শ্বাসরোধ[৩৩৩] করে ও হাত-পায়ের রগ কেটে হত্যা করার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও বিচারকের বিরুদ্ধেও যৌতুকের দাবীতে স্ত্রীর ওপর সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। যৌতুক না দেয়ার কারণে বর্তমানে নিষিদ্ধ

[৩২৭] সমকাল, ১ অক্টোবর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/258483/
[৩২৮] https://www.blast.org.bd/content/judgement/BNWLA-VS-Bangladesh2.pdf
[৩২৯] মানবজমিন, ১৯ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=102285
[৩৩০] যুগান্তর, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/-paper-first-page/773324
[৩৩১] সমকাল, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/dhaka/article/221724/
[৩৩২] প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/0gad257duc
[৩৩৩] নয়াদিগন্ত, ২৯ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/851699/

ঘোষিত ছাত্রলীগের এক নেতার বিরুদ্ধে তার স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩৩৪]

এসিড সহিংসতা

১০২.এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ অনুযায়ী ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার কথা লেখা থাকলেও মামলাগুলো বছরের পর বছর ধরে ঝুলে আছে। ফলে ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ২০২৪ সালে এসিড সহিংসতার শিকার হওয়া ভিকটিমদের বেশিরভাগই নারী[৩৩৫] ও শিশু[৩৩৬]। গত ৫ জুলাই নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়ায় তালাক দেয়ায় গৃহবধু হাফসা আক্তারের ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করে তাঁর প্রাক্তন স্বামী হুমায়ন কবির বাকি।[৩৩৭] চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া এসিডে দগ্ধ গৃহবধু মিলি আক্তার ১০ মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ৩০ ডিসেম্বর মারা যান। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারী সফিকুল ইসলাম তার বন্ধু জাহিদকে সঙ্গে নিয়ে মিলি আক্তারের ওপর এসিড নিক্ষেপ করে। [৩৩৮]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘন

১০৩. ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়, যা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময় রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। এর ফলে জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে আসতে মিয়ানমারের নাফ নদীর তীরে আশ্রয় নেন হাজার হাজার রোহিঙ্গা। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সীমান্তে পাহারা বসায়। এরইমধ্যে পালিয়া আসা রোহিঙ্গা যুবক ছৈয়দুল্লাহ জানান, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর পাশাপাশি আরাকান আর্মিও রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর আক্রমন করেছে।[৩৩৯] গত ২৫ জুন থেকে রাখাইনের মংডুতে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা বাহিনী ও সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হলে রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও শিশুরা জীবন বাঁচাতে বাড়িঘর ছেড়ে নৌকা করে নাফ নদী পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করে। তবে বিজিবি সদস্যরা তাঁদের ফিরিয়ে দেয়।[৩৪০] আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জোরপূর্বক রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের সেনা দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে।[৩৪১] এরইমধ্যে সীমান্ত দিয়ে বিভিন্নভাবে ২৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন।[৩৪২] রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন, মংডু টাউনসহ

[৩৩৪] নয়াদিগন্ত, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/804839/
[৩৩৫] যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-news/796118
[৩৩৬] যুগান্তর, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-news/768044
[৩৩৭] যুগান্তর, ৭ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/825110
[৩৩৮] প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/diwls8g35p
[৩৩৯] নয়াদিগন্ত, ২৪ মে ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/837357/
[৩৪০] নয়াদিগন্ত, ২৮ জুন ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/845554/
[৩৪১] প্রথম আলো, ১৫ মে ২০২৪; https://www.prothomalo.com/world/asia/iqva97j34p
[৩৪২] নয়াদিগন্ত, ১ অক্টোবর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/19654245/

আশেপাশের গ্রামের মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। অনেকে গোলাগুলির মধ্যে পড়ে মারা গেছেন।[৩৪৩] যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকতে পেরেছেন তাঁদের কাছ থেকে মাথাপিছু ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে বিজিবির বিরুদ্ধে।[৩৪৪] গত ৬ অগাস্ট মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গাদের একটি নৌকা ডুবে গেলে নারী ও শিশুসহ ১০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়।[৩৪৫] গত ১৮ নভেম্বর রোহিঙ্গা ছাড়াও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির বাইশফাঁড়ি সীমান্ত দিয়ে চাকমা ও বড়ুয়া পরিবারের ৫৬ জন সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করলে স্থানীয় প্রশাসন তাঁদের হেফাজতে নেয়।[৩৪৬] গত ২৮ অক্টোবর কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন আশ্রয়শিবির থেকে ৫০৬ জন রোহিঙ্গাকে নোয়াখালির ভাসানচরে পাঠানো হয়।[৩৪৭] এছাড়া পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার কারনে ২১ অক্টোবর কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা শিবিরে অবস্থিত ঘরে ঢুকে একই পরিবারের তিন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।[৩৪৮]

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম বাইশফাঁড়ি সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে চাকমা ও বড়ুয়া পরিবারের ৫৬ জন সদস্য অনুপ্রবেশ করেছেন । ছবি: যুগান্তর ১৯ নভেম্বর ২০২৪

[৩৪৩] মানবজমিন, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=126891
[৩৪৪] নয়াদিগন্ত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/862323/
[৩৪৫] প্রথম আলো ৬ অগাস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/yc83zwdh2q
[৩৪৬] যুগান্তর ১৯ নভেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/880597
[৩৪৭] প্রথম আলো ২৯ অক্টোবর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/70upiqlm5z
[৩৪৮] সমকাল ২১ অক্টোবর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/261433/

সুপারিশসমূহঃ

১. গণহত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

২. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে নির্যাতনবিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৩. গুম থেকে সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘের কনভেনশন অনুসারে গুমকে অবিলম্বে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। গুম এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সশস্ত্র বাহিনী বা সরকারে তাদের পেশাদারি বা রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুমের শিকার যাঁদের এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, অথবা তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটেছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। গুমের শিকার ব্যক্তিরা যাঁরা ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৪. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনকে প্যারিস নীতিমালা অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে, যাতে কমিশন সকল ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

৫. কারা কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা নির্বিশেষে তাঁদের শৃঙ্খলাভঙ্গ, অবহেলা, দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্ত করতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। বন্দীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, হয়রানি এবং সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে একটি কারা সংস্কার কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

৬. সর্বস্তরে মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সব হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৭. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এবং সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ ২০২৪ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৮. নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করার জন্য অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য সালিশ বন্ধ করতে হবে এবং ভুক্তভোগী নারীর বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হবে। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার আইনি পরিণতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধগুলো নির্মূলের ব্যবস্থা নিতে হবে। উত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানীর যে সংজ্ঞা আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তা সংশোধনের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং ভবিষ্যতে এই সহিংসতা রোধ করা যায়।

৯. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক হত্যা, নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং প্রতিটি হত্যা ও নির্যাতনের বিচার করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সরকারকে ভারতের শাসকগোষ্ঠির ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে, যাতে উভয় দেশের বিশেষজ্ঞ তদন্তকারীদের নিয়ে গঠিত একটি যৌথ তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো তদন্ত করা যায় এবং বাংলাদেশ সীমান্তে সংঘটিত নৃশংসতার সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করা যায়। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আধিপত্য এবং আগ্রাসী আচরণ বন্ধ করতে হবে।

১০. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক দ্বারা গঠিত কমিশনগুলোকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট, টেকশই এবং কার্যকর সুপারিশ পেশ করতে হবে, যা পরবর্তি নির্বাচনের আগে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।